প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬

শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

'শূন্য প্রান্তরের গান' আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কলকল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল দশ বছর আগে—১৩৫৩ সালের বৈশাখে। এর অল্পকাল মধ্যেই বাংলা দেশের ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এল দুর্যোগের কালো মেঘ। বেধে উঠল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হ'ল নির্লজ্জ হানাহানি ও রক্তপাত, তারপর দ্বিধা-দীর্ণ হয়ে একদিন দেশ হ'ল স্বাধীন। জন্মভূমির সঙ্গে হয়ে গেল চিরবিচ্ছেদ। দপ্তরীর বাড়িতে থাকাকালে 'কলকল্লোল'-এর দুই শতাধিক খণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার করাল কবলে পড়েছিল।

এই দশ বছরে অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে অনেক সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। গ্রন্থে স্থায়ী আসন পাবার জন্যে তারা সকলেই নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে আবেদন জানিয়েছে আমার মনের দরবারে। কিন্তু একখানি ক্ষীণাঙ্গ গ্রন্থের সীমায়িত ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর নয়। তাই যোগ্যতা বিচারের প্রশ্নে অনেকের আবেদন অগ্রাহ্য করতে হয়েছে। যারা আমার গ্রন্থে আসন পেল না, আমার মনে তাদের আসন চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে অল্পবিস্তর ব্যবধান থাকেই। তবু সহৃদয় কাব্য-রসিকের কাছে কবি-মানসের ক্রম-বিকাশকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ক'রে তোলবার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কবিতাগুলিকে প্রকাশকালানুযায়ী সাজানো হয়েছে। পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধার ক'রে গ্রন্থ সঙ্কলনের সময় কোন কোন কবিতার কোন কোন স্থানে শব্দের ঈষৎ অদল-বদল করা হয়েছে। সমালোচক-সুজনদের শ্রমের লাঘব করবার জন্যে এই প্রসঙ্গে সে কথা জানিয়ে রাখলাম।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই "রঞ্জন পাবলিশিং হাউস"কে। সযত্ন শ্রম-স্বীকার সহকারে প্রুফ দেখে এবং বানান-বিধির সমতা রক্ষার সহায়তা ক'রে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থের নামকরণ ব্যাপারে সুখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর সুপরামর্শ আমাকে সাহায্য করেছে। আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করি তাঁর প্রীতি।

সর্বশেষে চুপি চুপি একজন নব-পরিচিতার নাম উল্লেখ ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। তাঁর নাম—অর্চনা চক্রবর্তী। আমার দুর্লভ অবসর সময় অপহরণ করবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও অনধিকার চর্চা ক'রে তিনি আমাকে বাণীর অর্চনায় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর নীরব ত্যাগ-স্বীকার আমার পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব। ইতি

গ্রন্থকার

সূচী

স্বপ্ন-নাশার গান

একটুখানি আঘাত পেয়েই যারা
আড়াল দিয়ে মুখ লুকিয়ে চলে,
চিরদিনই রইবে তারা মিশে
ঘরমুখো সব কাপুরুষের দলে।

ঘরের বাঁধন ছিঁড়তে যারা ডরে
পথের তারা পাবে না সন্ধান,
নিন্দা যারা এড়িয়ে চলে দূরে
খ্যাতি তাদের গাহে না জয়গান।

জীবন যখন যাবেই চলে জানি,—
মরণ লাগি কিসের তবে ভয়?
আঁধারকে যে ভয় করে অন্তরে,
ভোরের আলো তাহার তরে নয়।

পীড়ন-সম অঙ্গুলি-আঘাতেই
মুখর হয়ে ওঠে নীরব বীণা,
মন্দ-ভালর সমন্বয়েই তবে
বস্তুটি হয় হৃদয় দিয়ে চিনা।

চলতে হবে সুমুখপানে চেয়ে
হোক না সে-পথ কাঁকর-ভরা, তবু
'করব না হয় মরব'—এ পণ নিয়ে
ভরতে হৃদয় ভয় পাব না কভু।

ভেবেছি যা করব তাহা কাজে,
বাধা আসে, আসুক পারে যত ;
শাসন-নাশন যৌবনেরি তেজে
আমরা কঠোর, আমরা যে উদ্ধত।

আমরা আসি আকাশ থেকে নেমে
উদয়-গিরি-নির্ঝরিণী-স্রোতে,
অন্ধকারের ছন্দ পতন করে
অকূলে ধাই কূলের আগুন হতে।

মরা গাঙে জোয়ার ওঠে জেগে
মোদের চলার দ্রুত তালের সাথে,
মৌ-যামিনীর 'মনোমদির পায়ী
দখিন হাওয়া ঝঞ্ঝা-মদে মাতে।

আমরা চিরপুরাতনের দেশে
চিরনূতন আশার আলো আনি,
চির উষর ধূসর মরুর বুকে
আমরা সবুজ শ্যামলিমার বাণী।

সৃষ্টি নহি, সৃষ্টি-নাশা মোরা,
অমঙ্গলের দেবতা মোদের ডরে,
নবীন উষার রাগিণী গাই,—বসে
সন্ধ্যারবির শ্মশান-চিতার 'পরে।

'মন্দিরা', ভাদ্র ১৩৫৪]

শহীদ-স্মরণে

তাদের স্মরণ করি—
মরিয়াও যারা রহিল অমর জাতির জীবন ভরি'।
সফল দিনের এ শুভ প্রভাতে
আনন্দঘন অশ্রুর সাথে
জাতির জীবনে যাচি তাহাদের নবীন অভ্যুদয়।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এ দেশ তাদের নয়?
সাগরপারের বিদেশী বণিক
ঘোষিল—দেশের তারাই মালিক,
শাসিতে শুষিতে ত্রাসিতে নাশিতে তাহাদেরই অধিকার।
পালনের নামে পশুর মতন করিল অত্যাচার,
ধারিল না ধার তবু লেশ-লজ্জার।
শুধু খাই-খাই, চাই আঁরো চাই,
তোমরা মরিলে কোনো ক্ষতি নাই,
আমরা যীশুর মানসপুত্র, তোমরা হিদেন সব,
আমরা মানুষ কহিলে তবেই তোমাদের গৌরব।

নিল শিক্ষার ভার—
জ্ঞানের লেবেলে বিলাল জ্ঞানের ব্যর্থ অহংকার।
ভুলাইয়া দিয়া আপন যা কিছু
কুকুরের মত ডেকে নিল পিছু,
বাছা বাছা ঠক হ'ল বিচারক,
ভক্তেরা হ'ল ভণ্ড স্তাবক,
পদলেহনের প্রতিযোগিতায় ঘোষিল পুরস্কার,
সব অনাচারে প্রেরণা জোগাল খেতাবের হাহাকার।

সুরা ব'লে দিল জল—
তাই কাড়াকাড়ি করিতে মাতিল যত মাতালের দল।
বাইবেল হাতে রাশ ভারী ভারী
এল দলে দলে শ্বেত মিশনারি,
অনাহারে যেথা দেবতা-শিশুর দেহ কঙ্কালসার,
সেখানে বিলাল মুক্তির বাণী—দেহ হতে আত্মার।
না পেলে হৃদয়ে জোর আঘাত—
জাগে না মানুষ, জাগে না জাত;
জীবনে মরণে বাধিলে দ্বন্দ্ব
স্বতস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দ
করিয়া মরণপণ
নব-জীবনের আবাহন তরে ঘোষে দুর্জয় রণ।

শাসক নামীয় শোষক শ্রেণীর অসহ অত্যাচার
শোষিতের শিরা-শোণিতে তুলিল ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার।
কোথা হতে এল প্রাণের প্লাবন
না মানি' প্রবল উপল-শাসন,
মরণোল্লাসে মাতিয়া উঠিল আ-সাগর হিমাচল,
রাজপ্রাসাদের অচলায়তন হ'ল শেষে চঞ্চল।
নববধূ দিল সিঁথির সিঁদুর,
মা দিল আশিস্ স্নেহ-অশ্রুর,
পিতা শেষ নিশ্বাস,
নানা দিক্ হতে এল ভারে ভারে দানের মহোচ্ছ্বাস।

জাগিল শিল্পী, কবি, সুরকার,
জাগিল কৃষাণ, কামার, কুমার,

ভীরু শরমের গুণ্ঠা উতারি'
ঘর হতে পথে ছুটে এল নারী,
জাগিল তরুণী, মাতিল তরুণ,
বিনা কুণ্ঠায় দিল কাঁচা খুন,
দেশ ভালবাসে—এই অপরাধে অপরাধী হ'ল তারা ;
কারো হ'ল ফাঁসি, কারো দ্বীপান্ত, কারো আজীবন কারা।
বাঁধ বাঁধি' কেবা বিফল বালির
রুধিতে পেরেছে জোয়ারের নীর।
রোধ আসে যত, স্রোত বাড়ে তত—জলের স্বভাব এই।
দমন আসিল যেই
দাউ দাউ করি' মুক্তি-নেশার অনল জ্বলিল সেই।

•

দেখিতে দেখিতে শুরু হ'ল কাজ,
কহিল—নিলাজ ওগো ইংরাজ,
সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে যাও নহিলে রুদ্ধ পথ
তোমাদের তরে অপেক্ষা করে ভয়াল ভবিষ্যৎ।
কাঁপায়ে প্রাচীর প্রাচীন পাষাণ
নিমেষে গর্জি' উঠিল কামান,
শহীদের তাজা রক্তে রাঙিল ভারতমাতার মুখ,
ইংল্যাণ্ডের প্রমোদোদ্যানে কাঁপিল রাজার বুক।
মার খেল তারা—মানিল না হার,
দুর্বল যারা, হ'ল দুর্বার,
লক্ষ বক্ষে এল অলক্ষ্যে জীবন দেবার পণ,
মরণ তাদের চরণে লুটাল সম্ভ্রমে নতানন।

অনেকে এদের পড়ে নি কেতাব,
পায় নি হয়তো বিদেশী খেতাব,
হয়তো কখনো প্রচারপত্রে
হাজার কিংবা একটি ছত্রে
লেখা হয় নাই উজ্জ্বল আখরে ইহাদের পরিচয়।
তবু তারা মিছে নয়।
তারা চ'লে গেছে নিয়ে বিফলতা
দিয়ে বহু-দুখে-পাওয়া সফলতা,
ছত্রিশ কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত তাহাদেরই গাওয়া গান,
আ-সাগর হিমগিরি সেই সুর-মন্ত্রে কম্পমান।

যে-চাওয়া মরে না ঝড়ের আঘাতে
পাওয়া তা'রই পিছে ছোটে মালা হাতে,
বীর শহীদের বাসনা মথিয়া
বাঞ্ছিত এল বরতনু নিয়া,
রাতের তিমির ভেদি' নীলনভে নবীন অরুণোদয়।
হোক আজি হোক ক্ষয়—
দু শ' বছরের যত পাপতাপ,
পরাধীনতার ক্রূর অভিশাপ,
পরপদলেহী দাস-ভারতের গ্লানিময় সঞ্চয়।
জয় জয় জয়—
নব ভারতের ছত্রিশ কোটী মূক মানবের জয়।

'মন্দিরা', পৌষ ১৩৫৪]

হিন্দু-মুসলমান

ভায়ের বুকের রক্তে স্নাত হিন্দু-মুসলমান,
ক্ষান্ত কর আত্মঘাতী প্রলয়-অভিযান।
ভায়ের বুকে মেরে ছুরি
যারা করে বাহাদুরি—
মানববেশী তারা সবাই পরম শয়তান,
বিশ্বমানব-সভ্যতারি মূর্ত্ত অসম্মান।

মারণ যাহার মর্মবাণী, ধর্ম তাহা নয়,
ধারণ করে ধরিত্রী যা—ধর্ম তারেই কয়,
সর্বকালে সর্বদেশে
ধর্ম ফেরে প্রেমের বেশে,
হিংসা শুধু রচে ত্বরিত ধ্বংসেরি সোপান,
মার দিলে মার খাবার হাতে নেইকো পরিত্রাণ।

বেদ-কোরানের বাণীর মাঝে ভেদ ভাবে যে তার,
চোখ-ভরা কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার;
রাম-রহিমের নাম নিয়া যে
দ্বন্দ্ব বাধায় সকল কাজে,
ভণ্ড সে-জন, তাহার কথায় কান দিয়ো না ভাই,
পিনাল না হোক, মরাল-কোডে দণ্ড যে তার চাই।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারি বিপন্ন আজ প্রাণ,
ধুলায় লুটায় তোমাদেরই মা-ভগিনীর মান;
ছলে বলে সুকৌশলে
ভায়েরে ভাই মারতে চলে,

রক্ত-শোভন জনপদ আজ হ'ল যে শ্মশান—
স্বাধীনতার পরম প্রাপ্তের এই কি চরম দান!

অসহায়ের রক্তে কলঙ্কিত দেশের রূপ,
মরার 'পরে জমেছে ঐ আধমরাদের স্তূপ;
শবের পানে চেয়ে, ধীরে
শিবাও ঘৃণায় দূরে ফিরে,
পশুর চেয়েও পাষণ্ড যে মানুষ মহাশয়,
'হুক্কা হুয়ার' রোলে তারা ঘোষে জগৎময়।

যা হবার তা হয়ে গেছে, আর বেশী দূর নয়,
ভবিষ্যতের সাথে কর আঁখির বিনিময়;
পাপ যা—থাকুক অন্ধকারে,
টেনো না আর আলোয় তারে,
ভাবীকালের ইতিহাসে ভুলের তুলিকায়
ক'রো না ভাই রচনা আর কলঙ্ক অধ্যায়।

এখনো না তোমরা যদি সামলে চল ভাই,
বিফল হবে স্বাধীনতার সকল সাধনাই;
সার হবে ভাই তরী-বাওয়া—
হবে না কূল-কিনার পাওয়া,
এত সাধের স্বাধীন ভারত কিংবা পাকিস্তান—
দেখবে বিপুল ভুলে-ভরা বিরাট ফাঁকিস্থান।

'প্রবর্তক', পৌষ ১৩৫৪]

অনামিকা

যেদিন প্রথম নয়ন-সমুখে আসিয়া দাঁড়ালে তুমি,
মনে হ'ল তুমি পান্থপাদপ, চারিদিকে মরুভূমি ;
মনে হ'ল—তুমি, ওগো অনামিকা,
কিছু রূপে লিখা, কিছু প্রহেলিকা,
নদী ধেয়ে চলে জলধির পানে তোমার চরণ চুমি'।

আকাশ যে কথা কহে ইশারায় বাতাসের কানে কানে,
তোমার কণ্ঠ-সঙ্গীতে তারি আভাস পাই যে প্রাণে,
তুমি কিছু ভাব, কিছু বা ভাবনা,
কিছু বাস্তব, কিছু কল্পনা,
কখনো সুরের আড়ালে লুকাও, কভু ধরা দাও গানে।

তোমার চোখের চল-চাহনিতে তারা কাঁপে নীলাকাশে,
পরশে সাহারা শিহরিয়া ওঠে কচি শ্যামা ঘাসে ঘাসে,
তুমি কিছু ছায়া, কিছু তুমি ছবি,
কভু ভৈরবী, কখনো পূরবী,
তোমার মুখের হাসি চুরি ক'রে গাছে গাছে ফুল হাসে।

আমার প্রাণের প্রতিমা—সে যেন তোমারি রূপের ছায়া,
আমার কামনা-সাগর মথিয়া ধরেছ তুমি ও কায়া ;
তুমি কিছু রূপ, কিছু আরোপণ,
কিছু বা সত্য, কিছু বা স্বপন,
কিছু বা মানুষী, কিছু বা মানসী, কিছু মোহ, কিছু মায়া।

'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৫৪]

দীপ-নির্বাণ

এ কী সংবাদ ভেসে এল কানে—
দেবতা যীশুর সোদর ভাই,
বুদ্ধদেবের মানসপুত্র
মহাত্মা মর-মহীতে নাই !

নব-ভারতের নীলাকাশে আজ
ঘনাল কি ঘন অন্ধকার,
নিভে গেল লাল উজ্জ্বল শিখা
সত্যের দীপ-বর্তিকার ?

ইতিহাস তার পুরানো কাহিনী
শোনাল সবারে আরেকবার,—
হিংসার লোল নখর-দশনে
দেহ নাশ হ'ল অহিংসার।

আ-সাগর ঐ গিরি হিমাচল
কণ্ঠের বাণী শুনিয়া যার
মাতৃনামের মহা-সঙ্গীতে
মিলায়েছে দৃঢ় কণ্ঠ তার,

সে কণ্ঠ আজি স্তব্ধ নীরব,—
এ কি সত্য না দুঃস্বপন,
অধীর আবেগে আলোড়ি' হৃদয়
জাগে জানিবার আক্রন্দন।

তীর ত্যজি' সবে নবীন তরণী
অজানা সাগরে তুলেছে পাল,
এরি মাঝে কোন্ নিঠুর লিখনে
আচমকা তার ছিঁড়িল হাল।

পাড়ি দিতে হবে তবু সে সাগর—
দাঁড়ি টানে দাঁড় নিঃসহায়,
গরজে জলধি, চারিদিকে ঢেউ
লুটায় মরণ-মূর্ছনায়।

চৌদিকে জল লীলাচঞ্চল
পাড়ি দিতে হ'লে শক্তি চাই,
ভেঙে পড়ে তীর, ভয়ে কাঁদে বীর,
ফিরে আসিবারও সাধ্য নাই ;

কে শোনাবে তাকে মাভৈঃ মন্ত্র,
কে চলার পথ দেখাবে আর,
আশা দিয়ে তাকে কে কহিবে—বীর,
বাধার সকাশে মেনো না হার।

চল তরী বেয়ে, মাতৃনামের
পাল তুলে দাও, নাহিক ভয়,
অন্তরে জপ প্রেমের মন্ত্র,
নিশ্চয় হবে তোমার জয়।

মিথ্যা—হোক সে যতই কঠিন,
সত্যের পায়ে নোয়াবে শির,
আঘাত পেয়ে যে আঘাতকারীকে
ক্ষমা করে হেসে—সেই তো বীর।

কেউ তার কাছে ছিল না শত্রু,
কারও 'পরে তার ছিল না রোষ,
শুধু হেসে হেসে গেছে ভালবেসে
দেখি নি কখনো অসন্তোষ।

প্রাণের দেবতা কাছে আসে যবে
গরবে হৃদয়ে দিই না ঠাঁই
পেয়ে-হারানোর ব্যথার আলোয়
পাওয়ারে আমরা চিনি যে তাই।

জীহনালি খাঁ ও মম্মদী বেগ—
দেখি নি তাদের, শুনেছি নাম,
তাদেরি সঙ্গে দু হাত মিলাল
আমাদের ভাই শ্রীনাথুরাম।

বিশ্বের কাছে কী আছে বলার
পারি না ভাবিয়া করিতে থির,
সারা ভারতের হিন্দুর সাথে
করিলাম নত উচ্চশির।

'মন্দিরা', চৈত্র ১৩৫৪]

জিজ্ঞাসা

কথায় কথায় উচ্চারে কারা মহাত্মাজীর নাম,
ওরা কি সবাই মহামানবের মন্ত্র-শিষ্য দল ?
উপদেশ দেয় সবারে গাহিতে—জয় জয় রাজারাম,
রহিতে সদাই মহাত্মাজীর আদর্শে অবিচল ?

কালোবাজারের আলো-আঁধারের চোরা গলিপথ দিয়ে
করে না কি ওরা কখনও কেউ চুপি চুপি আনাগোনা,
শ্রমীর শোণিত বলে কৌশলে যত পারে শুষে নিয়ে
সিন্দুক ভরে পুঁজি ক'রে যায় তাল তাল কাঁচা সোনা ?

মদে ও সিগারে শাড়িতে গাড়িতে ব্যয় করে যাহা রোজ,
এক-শতাংশ স্বেচ্ছায় তারা করে কি কখনো দান,
সেই সব হরিজনদের,—যারা ছু বেলা ছু মুঠি ভোজ
প্রাণপাত ক'রে পারে না তবুও ক'রে নিতে সংস্থান ?

ওদের কাছে কি মানুষ তাহারা—অর্থ যাদের নাই,
পীড়ন করিয়া সেবা নেয়া ঠাঁই পায় না কো মনোমাঝ,
চাষী ও মজুরে ভাই ভেবে কভু ঘরে দিতে পারে ঠাঁই,
ছিন্নবসনে রাজপথে যেতে পায় না কো মনে লাজ ?

নারীর দেহেরে ভাবে না পণ্য, ভাবে—নারী মহিয়সী,
বিরাম-বাসর রচে না কখনো বাগানবাড়ির মাঝে ;
পরকাল ভেবে অস্থির হয় টাকার গদিতে বসি',
ক্ষতির ভয়েও অমিল হয় না কখনো কথায় কাজে ?

ব্যবসা হাঁকাতে ছাপে না কখনো মিথ্যা বিজ্ঞাপন,
মজুরের টাকা মেরে তাই দিয়ে কেনে না রঙিন মদ,
চোর হয়ে নিজে করে না চোরের বিচারের প্রহসন,
ঘুষ পেলে কভু করে না মানুষ খুনের মামলা রদ ?

দেবতা শুনেছি রসিক পুরুষ, দেখি নি শ্রীমুখখান,
দানবকণ্ঠে শোনান সবারে আপনার জয়গান।

'শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৫৫]

বসন্ত-বরণ

ফাল্গুনে ফুলবন-অঙ্গনে আজ
পথ ভুলে এলে কি হে বসন্তরাজ।
কোয়েলীর কুহুস্বরে
ভ্রমরের গুঞ্জরে
দিকে দিকে বাজে তব বন্দনা-গান
উচ্ছলি' পৃথ্বীর তন্দ্রিল প্রাণ।

হর্ষের উচ্ছ্বাসে নীল নদী-নীর
থেকে থেকে অন্তরে কম্প্র অধীর,
শিমুল, বকুল, বেল
ভাবাবেগে উদ্বেল,
ঝিরি ঝিরি ফিরে ঘুরি' দক্ষিণা-বায়,
বাসনা ব্যাকুলি' ওঠে বক্ষ-সীমায়।

নির্মেঘ নিঃসীম সুনীলিমাকাশ,—
মুখ ভরা মধুরিম মুক্তার হাস;
চঞ্চল চিত্তের
বিহ্বল স্বপ্নের
আবছা আভাস নামে জ্যোৎস্নাধারায়,
কে যেন দূরের থেকে ডাক দিয়ে যায়।

প্রান্তরে পুষ্পের বর্ণ-বিলাস,
মাঝে মাঝে ভেসে আসে বিচিত্র বাস;
ঋতুরাজ এল আজ,
মিছে ভয়, মিছে লাজ,
কয় সবে—মিথ্যা এ গৃহ-বন্ধন,
বসন্তরাজ এল কীর্তি-নাশন।

'বঙ্গশ্রী', চৈত্র ১৩৫৫]

এপার-ওপার

পরাধীন দেশে দেহ নিয়ে তবু ছিলাম তো বেঁচে ভাই,
স্বাধীন স্বদেশে স্বজন-দরদে মান-প্রাণ রাখা দায়।
ওপারের থেকে খালি ক'রে ঝুলি
আসে পার্সেলে গাল-ভরা বুলি,
এপারে আমরা কী সুখে যে আছি, বুঝে তা বোঝেন কৈ,
বাণী দেন—মাটি কামড়িয়ে থাকো, ক'রো না কো হৈ-চৈ।

দিনরাত ভয় কখন কে এসে ক'রে যায় অপমান,
অভিযোগ যদি করি রাজদ্বারে কোরবানি হবে জান।
ধর্মের নামে তুলিয়া জিগির,
যত কাফেরের পৈতৃক শির
ধূলায় লুটাতে খুঁজে ফেরে ছল বেহেস্ত্‌গামীর দল,
তবু প'ড়ে আছি বাস্তুভিটাতে এই যা মনের বল।

পাঁচ টাকা সের সরষের তেল, পাঁচ সিকা সের চাল,
দুই টাকা দুধ, বস্ত্র অমিল,—এই আমাদের হাল।
আছে শুধু প্রেম তরুণ মহলে,
মেয়ের বাপের দু করকমলে
দু বেলা পাঠায় আবদারী চিঠি শখের জামাইদল,
কন্যাদায়ের দাবাগ্নিতে যা পড়িছে দু ফোঁটা জল।

এক পথ শুধু খোলা আমাদের,—সে হ'ল যমদ্বার,
পূর্বে আমরা ফিপ্‌থ কোলামিস্ট, পশ্চিমে ফরেনার।
আপনার ঘরে চোর হয়ে আছি,
পাঁজি দেখে কাশি, পাঁজি দেখে হাঁচি,
মনে হয় এর চেয়ে ছিল ভাল বৃটিশের কারাগার;
যত যাই হোক, ছেলে-বউ নিয়ে ঘরে ছিনু আপনার।

বাঙালীর ঘরে ভরা বুক নিয়ে বাঙালেরা ছুটে যায়।
ছেঁড়া-জামা দেখে বাঙালের পানে বাঙালীরা নাহি চায়।
গোপনে আপন দৈন্য স্মরিয়া
কোনমতে আছি মরমে মরিয়া,
ও পারে বাঙালী, এ পারে বাঙাল,—মাঝখানে উত্তাল
র‍্যাড্‌ক্লিফ-আঁকা চির-বিরহের পচা বেনাপোল খাল।

বঙ্গভঙ্গ-মহানাটকের হে বীর রঙ্গরাজ,
কোথায় তোমার সে দরদী রূপ, কোথা সে সমর সাজ?
গরম গরম বাণীর বদলে
হাততালি পেয়ে গেলে তুমি চলে,
জেল না খেটেও মিলিল নকরি, মাসে মোটা টাকা আয়,
গেরুয়া ত্যজিয়া হলে খদ্দরী, নইলে নকরি যায়।

গণ-দেবতারা কী সুখে যে আছে কী লাভ নিয়ে সে খোঁজ?
হে দেবাদিদেব, তোমার ঘরে তো চলে রোজ ভূরিভোজ।
বাঁচুক শিল্প, মানুষ মরুক,
কে কাড়ে তোমার স্বর্গের সুখ,
ভোটের পূর্বে মর্তে নামিয়া ধরিয়ো দরদী রূপ;
দেবতা-ভক্ত মর্তবাসীরা ঠিক রবে নিশ্চুপ।

'মন্দিরা,' বৈশাখ ১৩৫৬]

ঝড়

কর্মহীন বৈকালের পূর্ণ অবসরে
নিশ্চিন্তে বসিয়া একা বাতায়ন 'পরে
পড়িতেছিলাম কাব্য একান্ত উন্মনা।
মিলনের বিরহের আনন্দ বেদনা
হৃদয়ের বীণা-তারে জাগায় ঝংকার,
মন ভেসে যায় দূর সীমাহীন আকাশের পার।
দিনান্তের শ্রান্ত পান্থদল
চলে রাজপথ বেয়ে করি কোলাহল
আনন্দ সন্ধানে ;
সুর তার মাঝে মাঝে ভেসে আসে কানে।
সহসা নীরব করি সহস্রের আনন্দগুঞ্জর
ও কার কাতর কণ্ঠ হইল মুখর—
যে আছে সে থাক্ সুখে, কোন খেদ নাই,
প্রাণপণে খেটে মরি, পেট ভ'রে খেতে নাহি পাই।
মাটির হৃদয় ভেদি উঠিয়া সে স্বর
সহসা বাতাসে মিশি কাঁপাল অম্বর।
গর্জিল অশনি,
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে শুনিলাম তার প্রতিধ্বনি।
ফিরায়ে চকিত দৃষ্টি ব্যাকুল নয়নে
চাহিনু আকাশপানে ; দূর বায়ুকোণে
হেরিলাম দলে দলে কালো মেঘ করে আনাগোনা,
রুদ্ধ বুকে ফুলে ওঠে বঞ্চনার অসহ বেদনা।
চারিদিকে ভয়াল স্তব্ধতা
আসন্ন ঝঞ্ঝার সনে চুপি চুপি ক'য়ে ওঠে কথা।
রজনী আঁধার হ'ল, মহা ব্যোম ব্যেপে
মেঘেরা উঠিল ক্ষেপে।

শূন্যে শূন্যে শুরু হ'ল মত্ত অভিযান,
'হুঁশিয়ার, সাবধান'—
গ্রহ তারা রবি শশী নভোচারী বিলাসীর দল,
সভয়ে সবার কণ্ঠে বেজে ওঠে আর্ত কোলাহল।
প্রলয়ের ঝড়—
মেতে ওঠে, যত কাটে প্রহরে প্রহর।
গর্জে বায়ু, ঝ'রে শিলা, অগ্নি হানে বাজ,
পুরানো সৃষ্টির সাথে নূতনের বোঝাপড়া আজ।
অপরের শ্রমফল করিয়া হরণ
যারে যাপে চোরের জীবন
ঝড়ের গর্জনে বাজে তাহাদের ব্যর্থ আস্ফালন।
শবলোভী ক্ষুধিত শৃগাল
অমঙ্গল অট্টহাসে কাঁপাইয়া আকাশ-পাতাল
দলে দলে
ক্ষুধার মিছিলে চলে।
কে করিবে রোধ—
স্বর্গের সুধার সাথে মর্তের এ ক্ষুধার বিরোধ।
রাত্রি শেষ হয়ে এল, নিস্তব্ধ ভুবন,
ঝড় হ'ল মন্দগতি, থামিল বর্ষণ;
প্রলয়ের কালো মেঘ চিরে
ধীরে ধীরে
লয়ে দু কম্পিত চোখে নবসূর্য-আলোর ইঙ্গিত,
কণ্ঠে নব প্রভাতী সঙ্গীত,
দেখা দিল শুকতারা উদয়ের দিগন্তসীমায়;
মাতিল চারণ পাখি দ্বিধাহীন শ্রদ্ধা-বন্দনায়।

'শনিবারের চিঠি', শ্রাবণ ১৩৫৬]

পর্যটক

বিদেশী পর্যটক,
এসে থাক যদি বাংলা দেখতে,
অনুরোধ—তুমি যেয়ো নাকো ফিরে শুধু কোলকাতা দেখে।
এই কোলকাতা বাঙালীর গড়া নয়—
বিদেশীরা একে তৈরি করেছে নিজেদের প্রয়োজনে;
কোলকাতা তাই শ্বেত শাসকের শোষণের পরিচয়।
বড় বড় যত প্রাসাদ দেখছ—
বাঙালী জাতির ঐশ্বর্যের প্রতীক তো ওরা নয়;
স্বদেশী বিদেশী শাসক যাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়,
রুগ্ন নগ্ন জাতিকে তারাই নানা ছলে শুষে শুষে
রচনা করেছে যুগ যুগ ধরে বিলাস-ভবনগুলি।
ওসব বাড়ির প্রতিখানি লাল ইঁটে
শোষণ-শীর্ণ বাঙালী জাতির রক্ত জমাট বাঁধা।

স্বাগত পর্যটক,
এসেছ যখন বাংলা দেখতে—তোমাকে নমস্কার।
এস এস তবে আমার সঙ্গে
চ'লে এস দূর গ্রামে।
পীচের রাস্তা নেইকো সেথায়, নেই সেথা ফুটপাথ,
ধুলো-কাদা ভরা এক পেয়ে সরু পথ;
ঐ পথ গেছে এঁকে বেঁকে দূর হাজার হাজার গ্রামে
বাঙালী জাতির হৃদয়ের দরবারে।
ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে-ভোগা নিঃস্ব উজাড় গ্রাম
বনে জঙ্গলে ঘেরা;
তারি মাঝে মাঝে মাটি-দিয়ে-লেপা জল-পড়া খোড়ো ঘর

তার মাঝখানে কোনমতে-বেঁচে-থাকা
ব্যর্থ পঙ্গু প্রাণভার নিয়ে বাঙালীরা করে বাস।
হাড়-ভাঙা শ্রমে পুরুষে মেয়েতে যা করে দু'বেলা আয়,
খাজনা তহুরী দেনায় নজরে দশ আনা যায় চ'লে,
যা থাকে তা দিয়ে একবেলা চলা দায়।
নদী বিল খালে হাঁটু-ডোবা জলে গরু মহিষের সাথে
ফাগুন চৈত্রে একসাথে করে স্নান।

লেখাপড়া তারা জানে না, শেখে নি মানুষ-মারার ছল,
ঝুলি ঝেড়ে রোজ মিথ্যার বুলি ছেড়ে
ভাল মানুষের চোখে ধূলি দিয়ে
সাড়ে ষোল আনা স্বার্থ সিদ্ধি করা
আজও তারা ঠিক শিখতে পারে নি
তাই তো তাদের দুখের অন্ত নেই।
যত ভোগে তারা তত ডাকে ভগবানে,
আপন কপাল ছাড়া কারো 'পরে আরোপ করে না দোষ।
কঠিন অসুখ হলে
শতাধিক টাকা ফির ডাক্তারে ডাকতে পারে না তারা;
মায়ে-ঝিয়ে মিলে মানত জানায় মন্দিরে মসজিদে।
এই আমাদের বাংলা দেশ আর আমরা বাঙালী জাতি।

কাহিনী শুনে কি হতাশ হচ্ছ, বন্ধু? কী করি বল,
সত্যেরে কভু বিকৃত ক'রে লজ্জা ঢাকতে নেই।
পথ চলতে কি ক্লান্ত হয়েছ,
বন্ধু, লেগেছে ক্ষুধা?
কী খেতে তোমায় দিই?

গ্রাণ্ড হোটেল কি গ্রেট ঈস্টার্নের দামী ইংলিশ খানা
এখানে কোথায় পাব ?
পেলেও, জান তো পয়সা ওদের নেই।
দু'শ বছরের পরাধীনতার চাপে
ভিতরে বাহিরে রিক্ত হয়েছে, ভাই।
ঘরে আছে পোড়া রুটি, হয়তো বা জল-দেওয়া বাসি ভাত
তেল নুন ঝালে মাখিয়ে আনছি তাই,
দয়া ক'রে যদি গ্রহণ কর তো ধন্য মানব মনে।
দেখানোর মত আতিথেয়তার সাধ্য কিছুই নেই।
অতিথিকে ওরা পূজে নারায়ণ-জ্ঞানে,
না খেয়ে তোমায় খেতে দেবে ওরা—এতে সন্দেহ নেই।

দেশে ব'সে কত শুনেছ হয়তো বাংলা দেশের কথা,
মনে মনে ছবি হয়তো এঁকেছ তার।
দেশকে দেখ নি, ম্যাপের রেখায় দেখেছ দেশের ছবি,
সে দেখা মিথ্যা—সত্য স্বরূপ আজ চোখে দেখে যাও।
দেশে গিয়ে যদি ভ্রমণ-কাহিনী লেখো,
মিথ্যা কখনো সত্য ক'রো না ভাষার চাতুরী দিয়ে।
বাঙালীকে যদি ভালবেসে থাক, তবে এই অনুরোধ—
তোমার ভাষায় বিশ্ববাসীকে ব'লো,
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা শ্মশান আজ,
বাঙালীরা আজ মরতে বসেছে, বাঁচাবার কেউ নেই।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৫৬]

বহ্নিবাণীর বন্দনা

আকাশ-কুসুম খুঁজে খুঁজে গেল যে তোর দিন ব'য়ে
কী পেলি তুই, কী হ'লো লাভ বল্ ;
মরীচিকার মোহে মেতে তপ্ত বালুর উত্তাপে
দগ্ধ হ'লো কোমল চরণতল।

সুন্দরেরি সন্ধানেতে আপন-ভোলা মত্ত তুই
শূন্যলোকেই কাটালি দিনরাত ;
অসুন্দরের সাথে এবার পুণ্য ধরার প্রাঙ্গণে
হোক না রে তোর প্রথম সাক্ষাৎ।

চমক ভেঙে হয়তো রে তুই উঠবি বলে—'মিথ্যা এ',
অবিশ্বাসে ভরবে সারা বুক ;
শিরায় শিরার রক্ত-নাচন হয়তো হবে জোর তালে,
শঙ্কাতে প্রাণ করবে রে ধুক্‌ধুক্।

তুই কয়েছিস—'প্রেমের সুধা, যশের মদির ভোজ্য তোর',
পেয়েছিস কি জীবনে স্বাদ তার ?
গানের হরষ ভোগ না ক'রে প্রাণের পরশ খুঁজলি তুই,
পেলি নে তা—বাড়ল বেদন-ভার।

নিছক মিছে কল্পলোকে কাল কাটায়ে ফল কী আর,
গল্পলোকের ডাক এসেছে ঐ ;
অলীক ছেড়ে আয় না কবি, আয় না ফিরে বাস্তবে,
তোকে কিছু প্রাণের কথা কই।—

ভালবাসা উঠেছে যে মুদীর দাঁড়ি-পাল্লাতে,
ওজনদরে বিকোয় হাটের মাঝ ;

ব্যাকুলতা—সে যে হেথায় বাচালতার নামান্তর,
ধনের মালিক মনের মালিক আজ।

রূপজীবী আর রূপাজীবীর মাঝে চলে পাল্লা জোর,
রূপের কাছে রূপাই মানে হার ;
ভাল বলার চেয়ে আজি ভালবাসার মূল্য কম,
কলার চেয়ে ছলাই চমৎকার !

চুরি ক'রে পড়লে ধরা তবেই সে তো সত্যি চোর,
নইলে সেজন বিষম বুদ্ধিমান ;
পরের মুখে ঝাল খেয়ে সব নিন্দা-খ্যাতির হাঁক ছেড়ে
জাহির করে আপন আপন জ্ঞান।

চাষীর মুখের গ্রাস কেড়ে সব নগরবাসী ভদ্রলোক
আত্মসুখের করছে আয়োজন,
পরের মুখের হাসি কেড়ে নিজে যারা হাসতে চায়,
তারাই সুখী, তারাই সজ্জন।

আত্মত্যাগের আনন্দময় শক্তিতে যে শক্তিমান,
ক'টা লোকে করে বা তার নাম ;
স্বার্থপরের রক্তচোখের হুমকিতে সব ভয় খেয়ে
মেদের মাপে দেহের কষে দাম।

ঘরের মায়ের অশ্রুজলে কাঁদে না যার বক্ষোতল,
পরের মায়ের পূজারী সেই জন,
একের পরে শূন্য দিয়ে দশের করে অর্চনা—
বিশ্বপ্রেমের এমনি প্রহসন !

বন্ধুতরে বন্ধু পারে হাসি মুখে প্রাণ দিতে,
কানাকড়ি—একটি তবু নয় ;
মিষ্টি কথায় ভিজলে চিঁড়ে, অকারণে বুদ্ধিমান
কে বা করে জলের অপচয় ?

কালের চাকা চলছে ঘুরে ধাপ্পাবাজির ধাক্কাতে,
চালের চাপে সত্য মৃতপ্রায় ;
লজ্জা আছে মুখ লুকিয়ে জাঁকজমকের সজ্জাতে,
মন মরেছে দেহের দরিয়ায় ।

সৃষ্টি-ছাড়া অনাচারের কাহিনী আর কই কত,
ভাবতে গেলেও শিউরে উঠে গা ;
মরমী তোর দৃষ্টি হানি শরমবিহীন দুই চোখে
ওরে কবি, একটু ফিরে চা ।

বিদ্রোহী তোর বক্ষোলীনা রুদ্রবীণার মূর্ছনে
দিকে দিকে জাগা সুরোচ্ছ্বাস,
দহন-দারুণ বহ্নি-বাণীর মোহ-মারণ মন্তরে
অন্ধকারের জাগুক মহাত্রাস ।

তূর্যধ্বনির আহ্বানে তোর সূর্য উঠুক ভোর নভে,
জ্ঞানের আলোয় হাসুক ধরাতল ;
বনের যত হিংস্র প্রাণী বনের মাঝে যাক ফিরে,
সুগম হউক মানুষ চলাচল ।

'লোকসেবক', শারদীয় ১৩৫৬]

ক্রিমিনাল

ক্রিমিনাল, তুমি চিরজীবী হও, ঈশ্বর-ইচ্ছায়
ক্রাইম করার বাসনা তোমার দিন দিন বেড়ে যাক ;
সকল দেশের সকল কালের রাজারা তোমাকে চায়,
মুখে বলে—তুমি মর, মনে মনে বলে—আহা, বেঁচে থাক্ ।

রাজা যে শাসক—ক্রাইম না হ'লে কে কার শাসন করে ?
ক্রাইমকারীর সঙ্গে রাজার যোগ আছে পাকাপাকি ;
বিরোধ যা শুধু মুখে মুখে, মিল আছে ঠিক অন্তরে,
বজ্র-আঁটুনি আইনের ফাঁকে ফস্‌কা গেরোর ফাঁকি ।

মামলা না হ'লে আমলাদলের বাঁ হাত বেকার থাকে,
বটতলাচারী বি-এল্‌ বাবুর জোটে না পেটের ভাত ;
হাকিম পুলিস উজির নাজির—কে কার তক্কা রাখে,
ঘুষের টাকায় কেমন করে বা বাড়ি ওঠে রাতারাত ?

চোরের ঘরণী, দস্যুর দাসী লক্ষ্মী—কে না তা জানে,
লক্ষ্মী তোমার সহায় যখন, দুনিয়ার কাকে ভয় ;
টাকা ঢাল দেখি দু'হাতে কেমন তোমাকে লোকে না মানে,
আজ যে তোমায় নিন্দে, কাল সে গাইবে তোমার জয় ।

ধাপ্পাবাজির ধাক্কাতে ঘুরে চলেছে কালের রথ,
সত্যের নয়, ধর্মের নয়, ক্রাইমের যুগ এটা ;
তোমার পথই বিশ্ববাসীর আজকে বাঁচার পথ,
মোরালিটি ছিল মানব-সমাজে—অতীত কাহিনী সেটা ।

'শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন ১৩৫৬]

ভাঙনের গান

সাত পুরুষের তেতলা বাড়িতে ভাঙন হয়েছে শুরু,
ভিত ধ'সে গেছে, কড়িকাঠ ভাঙে, চুন-বালি পড়ে খ'সে ;
বিষ-বাষ্পের অসহ পীড়নে মাটি কাঁপে দুরুদুরু,
হা-হুতাশ ক'রে কোন লাভ নেই চুপ করে ব'সে ব'সে।

নতুন যুগের রাজমিস্ত্রীরা, ছুটে এস দলে দলে,
নতুন ভিত্তি রচনার ভার তোমাদের নিতে হবে।
তেতলা, দোতলা, একতলা বাড়ি—এ যুগে আর না চলে,
নতুন দৃষ্টি নিয়ে এস নব শিল্পীর গৌরবে।

একতলা বাড়ী, একই মাপে ঘর, ভাল আলো-হাওয়া-খেলা,
সমাজের সব মানুষের তরে খোলা রবে তার দ্বার ;
সেখানে বসবে নতুন দিনের নব জীবনের মেলা,
কৃষক, মজুর, রাজা ও উজীর এক সাথে একাকার।

উপর নীচের দ্বন্দ্বে অযথা শক্তি হয়েছে ক্ষয়,
নতুন যুগের শিল্পী, তোমরা নতুনের গাও জয়।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৫৭]

চিতা বহ্নিমান

পোণে দু'শো বছরের দাসত্বের কারাগার দ্বার
খুলে গেছে—এই কথা দশে মিলে ঘোষে বারংবার।
তবে কেন শতাব্দীর পুঞ্জীভূত পাপ
দুর্ভাগা দেশের শিরে হানে অভিশাপ?
তামসী রাত্রির ব্যথা বুকে নিয়ে কাঁপে মধ্যদিন,
ঊষর মাটির বুকে তৃষা অন্তহীন,
অস্থিসার দেহ মাঝে কাঁদে বন্দী প্রাণ,
শ্মশানের বুকে আজো চিতা বহ্নিমান।

ত্যাগী আজ সাজে ভোগী, ভোগী নেয় বৈরাগীর ভেক,
স্বার্থের সিন্দুকে বাঁধা মানুষের জাগ্রত বিবেক;
সেবার মুখোশ প'রে যে যার কোলেতে ঝোল টানে,
আকাশ অতিষ্ঠ শুধু বাণী ও শ্লোগানে।

মুষ্টিমেয় মানবের সর্বগ্রাসী লোভ
তিলে তিলে গণচিত্তে জাগায় বিক্ষোভ।
রক্ষা নেই আর—
ভেঙেছে শান্তির ঘুম কুম্ভকর্ণ গণ-দেবতার।
লোভে আর ক্ষোভে
দেখা আজ মুখোমুখী সম্মুখ আহবে;
চরম পরীক্ষা এ যে।
বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাসে রণভেরী ঐ ওঠে বেজে।
লোভ যদি হয় জয়ী এ কথা নির্ভুল—
ধরা-পৃষ্ঠ হতে হবে মানুষ নির্মূল।
কিন্তু এ কখনো নয় বিধির বাসনা—
মহাকাল যুগে যুগে করেছে ঘোষণা।

বঞ্চিত রামের বাণে মরেছে সে তস্কর রাবণ,
লাঞ্ছিত কৃষ্ণের হাতে অত্যাচারী কংসের নিধন,
বঞ্চকেরে খুশী করে অট্টহাসি হাসে শয়তান,
বঞ্চিতেরে বুকে তুলে আপনি কাঁদেন ভগবান।

'শনিবারের চিঠি', পূজা-সংখ্যা ১৩৫৭]

প্রশ্নবাণ

আর কতদিন বাণীর সুধায় মারবে ক্ষুধা মহাপ্রাণী,
পেটে জ্বলে টাটার উনুন, জান নিয়ে যে টানাটানি ?
ভরা পেটে মিষ্টি কথা কানে লাগে বড়োই মিঠে,
তা' নইলে সে বাচালপনা,—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

ক্ষুধা-কাতর অন্ন চাহে, তার মুখে আর সবই তিতো,
বেদ, বাইবেল কিংবা কোরান, ক্যাপিটাল বা গীতামৃত।
নিত্য নূতন বাণী, শ্লোগান, দলে দলে চুলোচুলি,
ফুটপাথে যে ধুঁকছে ক্ষুধায়, তাকে কে নেয় কোলে তুলি ?

হৃদয় গেছে ম'রে শুধুই ভূয়ো দরদ, সস্তা খেয়াল,
মাথায় কেবল টুপির বাহার—হলদে, সাদা কারো বা লাল।
হায় রে চির লোভনীয় লঙ্কাপুরীর সিংহ-আসন,
তোমার বুকে বসতে পেলেই রাম হয়ে যায় রাজা রাবণ।

ভোটের আগে ঠোঁটে যাদের, মিষ্টি হাসি, শিষ্ট কথা,
ভোট ফুরোলেই তাদের লেজে দড়ি দেবে কার ক্ষমতা ?

'বঙ্গশ্রী', ফাল্গুন ১৩৫৭]

প্রতিধ্বনি

[গ্রীক পুরাণের 'ইকো'র কাহিনী অনুসরণে]

নও তুমি ভাষাহীন, অর্থহীন ওগো প্রতিধ্বনি,
তোমার কণ্ঠের স্বরে অহরহ ওঠে অনুরণি
ধ্বনির ব্যাকুল সুর ; আছে আছে, জানি আছে ভাষা
তোমার গোপন মনে সৃজনের দুরন্ত পিপাসা।
কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে এসে আচম্বিতে হয়ে ওঠে গান,—
প্রেমের শাশ্বত ছন্দে লীলানন্দে সুন্দর, মহান্।

হে অনঙ্গ মায়াবিনী, ছিলে না কো তুমি চিরদিন
এমনি মোহিনী মায়া—বাণীহীন, তনুমনহীন।
একদিন রূপে গুণে ছিলে তুমি মর্ত্তের মানবী,
কৃশাঙ্গী ষোড়শী তন্বী,—শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ;
উষার শিশিরে-ভেজা নীল আঁখি করুণ, সজল,
নির্মল কপোলতল মিঠা লাজে রক্তিম, উজ্জ্বল।
আলাপনে ছিল মাখা প্রেম-ঢালা মাতোয়ারা সুর,
মুখের ভাষণ-ভঙ্গী মনোহর, শ্রুতি-সুমধুর।
প্রিয়জন-বিরহিণী দেবরাজ-পত্নী 'জুনো' রাণী
মর্ত্তের প্রবাসকাল কাটাতেন শুনে তব বাণী।
বিস্ময়ে বিভোর হয়ে শুনতে সে বাণীময়ী গীতি,
ঘনাত হৃদয়ে তাঁর অলক্ষিতে স্বর্গের বিস্মৃতি।
পড়ত যখনি মনে—কোথা তিনি, কোথা যুবরাজ,
অমনি উদয় হ'ত মন-কোণে ব্যথা-ভরা লাজ।
হয়তো বা ছল ক'রে চতুরিকা তরুণী ললনা
করেছে তাঁদের মাঝে বিরহের প্রাচীর রচনা ;—
এই ভেবে 'জুনো' রাণী দিয়ে তাঁর দৈবী ক্ষমতা
নিলেন হরণ ক'রে কণ্ঠে তব ছিল যত কথা।

হৃদয়েরে বাণীচ্ছন্দে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা
মুহূর্তে মিলিয়ে গেল—হ'লে মূক মাটির প্রতিমা।
লোকালয় ত্যাগ ক'রে বনমাঝে তরুশিরে তাই
লুকাতে প্রাণের গ্লানি চুপি চুপি ক'রে নিলে ঠাঁই।

একদা সে ছায়াঘন বনপথে নিয়ে সঙ্গীদল
সুদর্শন যুবা এক যেতেছিল চাহনি-চঞ্চল,
চেয়ে দেখবার মত রূপ তার, নাম—নারসিসাস্,
সারা অঙ্গে যৌবনের লাবণ্যের ললিত উচ্ছ্বাস ;
আঁখি-কোণে খোঁজে ভাষা অন্তরের উল্লসিত আশা,
এমনি সে মুখ যেন দেখলেই জাগে ভালবাসা।
তাকে দেখে আচম্বিতে মনে তব হ'ল বড় সাধ—
মিটাতে দু' কথা ক'য়ে তার সাথে প্রাণের বিষাদ।
কিন্তু মূক মনোবীণা,—আছে সুর, নেই সেই বাণী,
এ কথাটি ভুলে গিয়ে অকারণ পেলে শুধু গ্লানি।
তবু তাকে ছেড়ে থাকা সইল না হৃদয়ে তোমার,
আড়ালে আড়ালে থেকে চুপি চুপি পিছু নিলে তার।
এই ভাবে যেতে যেতে নারসিসাস্ সহসা কখন
না দেখে বিজনবনে পিছে তার আপনার জন,
'কে আছ, কে আছ' ব'লে তারস্বরে যতই শুধায়
অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তুমি 'আছ' ব'লে দাও তাতে সায়।
একান্তে সে বনমাঝে নেই কেউ দৃষ্টির ভিতর
অথচ ব্যঙ্গের মত তারই স্বরে কে দেয় উত্তর,
এই কথা মনে ভেবে যত জাগে পরম বিস্ময়,
'কাছে এস, কে কোথায়' ফিরে ফিরে এই তত কয়।

তুমি শুধু 'এস' ব'লে ধীরে চল, থমকে দাঁড়াও,
শুনে তার কথা শুধু চারিদিকে ফিরে ফিরে চাও;
বাসনা-ব্যথার বেগ সইতে না পেরে অবশেষে
ত্যাগ ক'রে লজ্জাভয় সামনে দাঁড়ালে তার এসে।
সোহাগে প্রসারি তব দুটি বাহু তুহিন-ধবল
চাইলে প্রেমের দান ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল।
দেখে নি যে কোনদিন মুগ্ধ চোখে প্রভাতের আলো,
জীবনে কাউকে কভু প্রাণ ঢেলে বাসে নি কো ভাল,
তার কাছে প্রেম নয় সুদুর্লভ সাধনার ধন,
সে যে তার কাছে শুধু অর্থহীন প্রলাপ বচন।
তাই সে তোমার দেওয়া মানবের মহীয়ান দান
বিরাগে ফিরিয়ে দিল অট্টহাস্যে করে প্রত্যাখান।

সেই প্রত্যাখান-গ্লানি, গরবিনী, মনে মনে স'য়ে
সখীদের কাছে আর ফিরলে না লাঞ্ছিত হৃদয়ে,
নির্জন বনের কোণে অনাহারে থেকে রাত্রিদিন
ধীরে ধীরে তনু হ'ল ক্ষীণ হতে আরও আরও ক্ষীণ;
প্রাণের নিশ্বাস-বায়ু দুর্বল দেহের কারা হতে
মুক্ত হয়ে আগোচরে মিশে গেল অনন্তের স্রোতে।
অনঙ্গ অস্তিত্ব নিয়ে সেই হতে বনে বনান্তরে,
সাগর, নদীর তীরে, পর্বতের কন্দরে কন্দরে
দেখার অতীত রূপে বাণীহীন সুরের মূর্তিতে
চলেছ বিরাজ ক'রে আপনার খেয়াল-খুশীতে।

'বঙ্গশ্রী', বৈশাখ ১৩৫৮]

আবিষ্কার

ব্যাকুল প্রতীক্ষা-ভরা বহুদিনকার
বহু ব্যথা, বহু দ্বন্দ্ব, আশা-নিরাশার
তিমির রজনীপ্রান্তে এসে
এতদিনে ধরা দিলে শেষে।
প্রাণের নিভৃতে জমা পুঞ্জিত সংশয়
অকস্মাৎ গেল টুটে, আজ মোর হৃদয়ের জয়।
যেমন আষাঢ় মাসে
আকাশের এক চোখে জল ঝরে, অন্য চোখ হাসে,
একটি প্রশ্নের পর সহজে তেমনি
মেলি মোর মুখপানে ছলছল সজল চাহনি
হাসি-হাসি মুখে,
ঈষৎ কম্পিত স্বরে অনুরাগ-সুখে
কহিলে আগ্রহাকুল অভিমান ভরে—
'তবু ভাল, জানার সময় হ'ল এতদিন পরে?'

আমার মনের যত শঙ্কা-দোলা চঞ্চল কামনা
ধরিল মোহিনী মূর্তি, মুখে কোন কথা যোগাল না।
কে যেন অদৃশ্য হস্তে দিয়ে গেল জ্বালি'
অনাস্থার অন্ধকারে বিশ্বাসের রঙীন দীপালি!
হৃদয়ের মরু সাহারায়
মঞ্জরিল তৃণগুল্ম সবুজের খেয়ালী খেলায়।
ক্ষোভ এল লোভ নিয়ে, বক্ষোমাঝে জাগিল বিস্ময়—
তবে যা ভেবেছি মনে বুঝি মিথ্যা নয়।
মনে হ'ল আমি যেন সঙ্গীহীন একা কলম্বাস
অকূল সাগর-যাত্রী, চারিদিকে মহা জলোচ্ছ্বাস,

চলেছি তাহার খোঁজে আভাসে জেনেছি প্রাণে যারে
বিশ্বাসের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে রাত্রি অন্ধকারে।
তারপর কোন এক সুপ্রভাতে হেরিনু শিহরি
নতুন বুকের দ্বীপে কখন ভিড়েছে মোর তরী।
তাই ভাবি মনে,
প্রেমের আগ্নেয়গিরি এতদিন অতি সযতনে
কেমনে গোপন ক'রে রেখেছিলে সকল সময়।
বহ্নিদাহ বুকে ল'য়ে তিলে তিলে হয়ে গেছ ক্ষয়,
তবু সে কাহিনী
জানিতে দাও নি কারে হে অভিমানিনী।
দ্বন্দ্ব-দোলা প্রশ্ন নিয়ে কেটে গেছে নিদ্রাহীন নিশা,
কখনো বিশ্বাস কভু অবিশ্বাসে মিশা
উতলা ভাবনা নিয়ে কতবার ছুটে গেছি কাছে ;
কারো চোখে ধরা পড় পাছে,
দূরে দূরে থেকে তাই সঙ্গসুখে করেছে বঞ্চিত,
চিত্ত মোর র'য়ে গেছে তেমনি তৃষিত।
তবু সে সতর্ক চলা, চারিদিকে চেয়ে কথা বলা,
আঁখি-তারা কভু স্থির, কখনো উতলা,
অকারণে হেসে-ওঠা, নিস্পৃহ জিজ্ঞাসা,
গম্ভীর কথার মাঝে অর্থহীন ভাষা,
এরই ফাঁকে ফাঁকে তুমি দিয়ে গেছ ধরা
আপনারে ঘেরি তব জাগ্রত প্রহরা।
এখন ও-কথা থাক্, আর কথা নয়,
কাহিনী সৃষ্টির তরে এসেছে সময়।
অতীতের যত দ্বন্দ্ব এখন আনন্দে হোক লীন,
কী চেয়েছি, কী পাই নি, আজ নহে হিসাবের দিন।

নব জীবনের পথে জয়যাত্রা শুরু হোক তবে,
কে কী বলে তাহা শুনে বল কার কী বা লাভ হবে ?
বিচার না ক'রে যাকে কর নি গ্রহণ,
মাঝপথে লোকলাজে তাহাকে দিয়ো না বিসর্জন।

'শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৫৮]

দুরাশা

এখনো প্রাণের প্রান্তে দুরাশার ত্রস্ত আনাগোনা
বহুদিন গেল তবু ক্ষান্ত যে হ'ল না।
এখনো তোমার কথা যখনি স্মরণে ভেসে আসে
মন মোর ভ'রে ওঠে গোপন উল্লাসে।
ব'সে ব'সে ভাবি—
হয়তো তোমার কাছে আমার এ হৃদয়ের দাবী
এখনো জন্মের মতো হয় নি নিঃশেষ,
মাঝে-মাঝে-মনে-পড়া মনে-মনে-চাওয়ারই উদ্দেশ।

দিনের কাজের শেষে ব'সে-থাকা গোধূলি বেলায়
অস্তরাগরশ্মি যবে ধীরে ধীরে আকাশে মিলায়,
অদূর প্রাঙ্গণ পারে শুনে ঝরা-পাতার মর্মর
মোর পদধ্বনিভ্রমে প্রাণে জাগে হয়তো শিহর;
হয়তো কামনাঘন উল্লসিত মৌন প্রতীক্ষায়
বিনিদ্র রজনী কাটে কণ্টক শয্যায়।
হয়তো এখনো তব মনের বেতারে
বেজে ওঠে মোর কথা সঙ্গীতের আলাপে বিস্তারে।

দুরন্ত কালের স্রোতে মানুষের যা কিছু সঞ্চয়
লুপ্ত হয় একে একে, আশা শুধু একা বেঁচে রয়।
মিলনের স্মৃতি-রসে পূর্ণ ক'রে প্রাণের পেয়ালা
মানুষ বিস্মরে প্রিয়-বিচ্ছেদের জ্বালা।
চলেছে জগৎ জুড়ে পাশাপাশি আলো-অন্ধকরা
ভরা জীবনের রাজ্যে নির্মম মৃত্যুর অভিসার,
বাস্তবে যে চিরতরে মিথ্যায় মিলায়
আশা তাকে নিয়ে নিত্য স্বপ্ন রচে কম-কল্পনায়।
একদা আমার ছিলে, আজ তুমি আমার কেহ না,
আবার তোমাকে পাব, দুরাশা এ—এ মোর সান্ত্বনা।

'বঙ্গশ্রী', আশ্বিন ১৩৫৮]

কবি

আমি কবি।
বিংশ শতাব্দীর বুকে অভিশপ্ত মোর আবির্ভাব,
যে রাজ্যে আমার বাস—ভাব নয়, সে শুধু অভাব;
অন্নাভাবে কাঁদে মোর দুধের সন্তান,
ওষুধ অভাবে মোর রোগজীর্ণা জননীর প্রাণ
অকালে শুকায়।
মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠি, তারপর আমি অসহায়
বড় জোর একবার ফেলে দীর্ঘশ্বাস
লিখে চলি রাত জেগে যত ছাইপাঁশ।

সইতে না পেরে শেষে দারিদ্র্যের চাপ
প্রেয়সী আমার ঘরে হয় কালসাপ।
যুক্তি দিয়ে ভক্তি এনে মোর কাছে থাকে,
মুক্তি পেতে যথাশক্তি মনে মনে ভগবানে ডাকে।

আমি কবি।
সাহিত্যের ত্যাজ্যপুত্র, সমাজের আবর্জনা আমি,
বাবার অবাধ্য ছেলে, হিতৈষীর হতাশা বেনামী।
সাহিত্যে আমার স্থান পত্রিকার শ্রীপাদপূরণে,
সুধীর সভায় আমি ব'সে থাকি সবার পিছনে;
লাগি নে কো কারো কাজে,
কথা বলি, লোকে বলে—বড় বকে বাজে।
অন্তরে মমতা আছে, বাইরে ক্ষমতা নেই কিছু,
লজ্জায় সবার কাছে থাকি তাই মাথা ক'রে নীচু।
সংসার দিয়েছে পুরস্কার—
অনাদর, অনাহার, অসম্মানভার।

আমি কবি।
আমার ফসল যত মানুষের আনন্দের হাটে
বিকোয় না চড়া দামে, উই আর ইঁদুরেই কাটে।
হাড়-ভাঙা শ্রম ক'রে তবু বারো মাস
করি আমি চাষ।
হৃদয়ের ক্ষেত হতে কেটে কেটে আগাছা জঙ্গল
আপনি আপন মনে ফলাই ফসল।
বিনি দামে দিই যদি লোকে বলে—নিশ্চয় অসার;
দাম চাই যদি, বলে—টাকা দিয়ে নয় ও কেনার।

আমি কবি।
কারো মন-রাখা কথা কখনো বলি না, আমি তাই
জনতার মাঝখানে একাকী সদাই।
বান্ধবীরা ভাবে—আমি কবি বটে, তবে বেরসিক,
বান্ধবেরা ভেবে খুশী—আমার মতের নেই ঠিক।
বুঝি আমি আর হাসি, খুশীর গৌরব হতে তবু
কাকেও বঞ্চিত করা—আমার স্বভাব নয় কভু।

আমি কবি।
উপকারী নই আমি, নই আমি দয়ার সাগর,
মানুষের অভিধানে অর্থহীন 'দয়া' কথাটার
চাই আমি নির্দয় নিপাত।
আমি জানি, কেউ যদি কারো ভাগে না বাড়ায় হাত,
ন্যায্য প্রাপ্য পেয়ে যদি অখুশী না হয় কেউ মনে,
কেউ কারো দয়াপ্রার্থী হবে না ভুবনে।
কারো দুঃখ দেখে মোর চোখে কভু জল নাহি আসে,
দুঃখীর দুঃখেরে আমি পাঠাই সুখীর সর্বনাশে;
আমি ব্যতিক্রম, আমি চিরকাল খেয়াল-বিলাসী,
মনে মোর এক নেশা—মানুষেরে আরো ভালবাসি।

'বঙ্গশ্রী', পৌষ ১৩৫৮]

আহ্বান

আমরা প্রাণের অর্ঘ্যে সাজায়েছি আনন্দের ডালি,
পেয়েছি ফুলের মালা, অগণ্য ভক্তের করতালি ;
প্রবন্ধে, নাটকে, কাব্যে, গল্পে আর উপন্যাসে গানে
বহু ভাল ভাল কথা শোনায়েছি মানুষের কানে।

নিস্তব্ধ দুপুর রাত্রি, নিদ্রিত সমস্ত প্রতিবেশী,
তখন নিশীথ তৈল তিলে তিলে প্রদীপে নিঃশেষি
রচেছি ত্যাগের স্তুতি, প্রেম আর অহিংসার গান,
চেয়েছি জগৎ জুড়ে শিব-সুন্দরের অভিযান।

আমাদের যত কথা র'য়ে গেল কেবলি তা কথা,
বাঞ্ছিত কল্যাণ-কর্মে পেল না সে পূর্ণ সার্থকতা।
মানুষ নিজেকে ঘিরে প্রদক্ষিণ ক'রে চলে খালি,
হৃদয়ে মস্তিষ্কে তাই আজও তার হ'ল না মিতালি।

প্রকৃতির মর্মলোকে হানি তব আলোক সন্ধানী
বহু বিস্ময়ের তুমি জন্ম দিলে হে বন্ধু বিজ্ঞানী,
অসাধ্য সাধন ক'রে রুদ্র-ঋষি বিশ্বামিত্র-প্রায়
বিধাতার সাথে আজি দাঁড়িয়েছ প্রতিযোগিতায়।

সভ্যতার ইতিবৃত্তে কোন কীর্তি হবে না অমর
মানুষের হৃদয়ের নাহি যদি কর রূপান্তর ;
মুমূর্ষু জীবন ঘিরে চারিদিকে নামে অন্ধকার,
আমরা যা পারি নি কো, তুমি এসে ভার নাও তার।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৫৮]

মাটির টান

দেশের থেকে এলি না কি ফিরে,
হ্যাঁ রে বাছা, সত্যি সত্যি দেশের খবর কী রে ?
গাঁয়ে মানুষ আছে তো, না, সবাই গেছে চ'লে ?
এমন অমন হ'লে
দাহ করার লোক মেলে তো খুঁজে ?
গতিক বড় সুবিধে নয় বুঝে
আমরা যখন পালিয়ে এলাম তখনও তো গড়ে
মাটি কামড়ে ছিল পড়ে
তিন পাড়াতে অন্তত বিশ ঘর।
শুনেছি তারপর
মুখুজ্যেরা গেছে উঠে, চৌধুরীরাও করছিল যাই-যাই ;
দশদিকে সব ছিটকে গেছে, খাঁটি খবর কার কাছে বা পাই !
তুই তো ছিলি বেশ কিছুদিন, আমাদের ওধার
সময় ক'রে গিয়েছিস একবার ?
দিনের বেলায় মানুষজনের মুখ দেখা তো যায়,
কিংবা শুধু পোড়ো ভিটেয় ঘুঘু চ'রে বেড়ায় ?
সন্ধ্যাবেলায় সব বাড়িতে বোধ হয় অন্ধকার,
তুলসীতলায় দীপ জ্বলে না আর।
আমাদের সে আটচালা ঘর হয়তো জলে ঝড়ে
প'চে প'চে খ'সে খ'সে এতদিনে কবেই গেছে প'ড়ে।
শালের খুঁটিগুলো
পাড়ার লোকে চিরে নিয়ে হয়তো ধরায় চুলো।
আমের গাছে বোল হয়েছে কেমন ?
আমাদের ঐ বুড়ো গাছটা—একাই একশ' জন,
একা ও যা আম দিয়েছে বিলিয়ে লোকের হাতে
বাড়ির লোকের হেসে খেলে চ'লে গেছে তাতে।

রান্নাঘরের পূবের দিকে সজনে-চারা এসেছিলাম পুঁতে,
আছে সেটা ? ছোট্ট চারা, খায় নি তো গরুতে ?
থাকলে ঠিকই এতদিনে থোকা থোকা ফুলে
ডালগুলি তার পড়েছে সব ঝুলে।
পাতিলেবুর গাছে বোধ হয় লেবু ধরে ধরে
পেকে পেকে ঝ'রে পড়ে, মশায় ফুটো করে।
জেলেপাড়ার ঝি-বউয়েরা বিকেলবেলা হ'লে
তেমনি ক'রে কলস কাঁখে পুকুরঘাটে চলে ?
এবারে বর্ষায়
নদীতে জল হয়েছিল কূলের কানায় কানায় ?
যে কচুরিপানা,—
বড় বড় নৌকা দু-একখানা
এসেছিল ঘাটে ?
বিষয়খালির হাটে
মাছের বাজার কেমন ? বোধ হয় সস্তারি একশেষ ;
কিনে যারা খেত তারা ছেড়েছে তো দেশ।
আমাদের সে রবি গাইটে, চিনিস তো তুই তারে,
দেখলি কোথাও, মাঠে পথে কিংবা গাঙের ধারে ?
কাবু হয়ে গেছে বোধ হয়, দস্যি ছিল যেমন,
পরের বাড়ি যত্ন-আত্তি পায় কি এখন তেমন।
পশু হ'লেও বোঝে ওরা সবই।
বিক্রি হওয়ার আগের দিনে রবি
বারে বারে গা চেটে দেয়, হাম্বা হাম্বা করে,
ক্যাতর-জমা কাতর চোখে অঝোরে জল ঝরে।

জোলাপাড়ার ওদিক বোধ হয় হয় নি সময় যাবার ?
হুরমত আলি—ধর্ম্মছেলে আমার
মাঝে মাঝে দেখতে তাকে বড়ই জাগে সাধ,
বাছা আমার দৈত্যকুলে জন্মেছে প্রহ্লাদ।
আসি যেদিন চ'লে
আগের দিনে রাত্রে এসে বলল চোখের জলে—
কার ভয়ে দেশ ছেড়ে যাবি, আমরা কি তোর পর,
হুরমত আলি ছেলে মা তোর, সে থাকতে বল্ কাকে কিসের ডর ?
কপালদোষে জেল খেটেছি, আবার না হয় ছ মাস কি ছয় মাস
মায়ের জন্যে শত্রু মেরে করব কয়েদ বাস।

হিন্দুস্থানে আছি বটে এসে
প্রাণটা যেন সকল সময় প'ড়ে থাকে দেশে।
উপায় কিছুই নাই,
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে উড়ে চ'লে যাই।
ছেলে আমার কথা শুনে বকে,
এত ক'রেও ওকে
বুঝানো এক দায়
সাত পুরুষের ভিটের মায়া এই ক'দিনে হঠাৎ ভোলা যায় ?
যতই বড় হোক না কেন হিন্দুস্থানের মান,
যার যেখানে জন্মভূমি, সেই তো তীর্থস্থান।

'জয়শ্রী', শারদীয় ১৩৫৮]

যাত্রী

যে চলে সম্মুখপানে সঙ্গী তার নেই,
জনতার মাঝখানে একা শুধু সেই।
আজ যে আপন তার, কাল হয় পর,
হৃদয়-যমুনাতীরে নিত্য জেগে ওঠে বালুচর।
বন্ধু তাকে ছেড়ে যায় দুর্গম পথের কাছে এসে,
প্রেয়সী বিদ্রূপ করে, স্বজনেরা ব্যঙ্গ করে হেসে।
উধাও পথের যাত্রী, সে যে ঘরছাড়া
তাকে ইশারায় ডাকে আকাশের নামহীন তারা।
নিঃসঙ্গ সে অভিসার—
নিবিড় নিশীথ রাত্রি, মাঝে মাঝে কাঁপে অন্ধকার।
যেতে যেতে অজানার পিছে
পুরানো জানার স্মৃতি হয়ে যায় মিছে ;
থাকে না সঞ্চয়,
পথের আনন্দ শুধু আপনাকে তিলে তিলে ক্ষয়।

তার শুধু তুলে-নেয়া, ফেলে-দেয়া আর ভুলে-যাওয়া,
একতারা হাতে নিয়ে গান গেয়ে নিরুদ্দেশে ধাওয়া ;
এক ধ্যান, এক জ্ঞান আর অবিশ্রাম—
সমস্ত হৃদয় দিয়ে জপা এক নাম।
কে এল, কে গেল চ'লে, রেখে গেল কে কী,
কার গানে প্রাণ ছিল, আর কার মেকী
পথের না হতে শেষ বিচারের সময় কোথায়!
বেলা ব'য়ে যায়।

হৃদয়-মন্দির তার যেন পান্থশালা,
কখনো জনতাঘন, কখনো নিরালা।

সে উচ্ছল, সে চঞ্চল, সে যে কবি।
সুন্দরের স্বপ্নময় ছবি
পাগল করেছে তারে।
তাই বারে বারে
প্রেমের মদির পাত্র তার হাতে ভেঙে হয় চুর,
কানে বাজে অবিরাম নূতনের সুদূর নূপুর।

হয়তো পথের মাঝে থেমে যাবে জীবন-স্পন্দন,
সার হবে পথশেষে ব্যর্থতার নিষ্ফল ক্রন্দন;
চাওয়াকে হবে না পাওয়া,
বাতাসে বিলীন হবে আজীবন যত গান গাওয়া।
হয়তো আগামী দিনে মানুষের নব ইতিহাসে
তার কথা লেখা হবে অকৃতজ্ঞতার উপহাসে,
তাকে স্মরি কারও প্রাণ হবে না চঞ্চল,
কারও নয়নকোণ ক্ষণতরে অশ্রুতে সজল।
তবু যে করেছে শুরু পথ-চলা সম্মুখের পানে,
পারে না সে থেমে যেতে সহসা পথের মাঝখানে।

'শনিবারের চিঠি', কার্তিক ১৩৫৮]

স্মৃতি-বিস্মৃতি

বহুদিন পরে আবার দুজনে দেখা হয়ে গেল সহসা;
আশা ছিল মনে হয়তো এবার পাব কিছু নব ভরসা।
চাইতে তোমার চেনা মুখপানে
স্মৃতির জোয়ার ব'য়ে গেল প্রাণে,
হৃদয়-আকাশ ছেয়ে নেমে এল ভাবনার নব বরষা।

হয়তো তোমার মনে নেই আজ করুণ সে স্মৃতিবাহিনী
হারা দিবসের কারাগারবাসী ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।
প্রথম গানের যত সুর ভুল,
লজ্জা-ভীতির ব্যথা সুবিপুল,
না চাইতে কাছে পেয়েছিনু কী যে, কাছে পেয়ে কী বা চাহি নি।

মনে পড়ে আজ পুরানো সে-কথা ভুলেও যাই নি ভুলিয়া,
আশার প্রদীপ আলো না বিলাতে কেঁপে কেঁপে গেল নিভিয়া।
কাছের মানুষ হারাই যখন
ক্ষণবেদনায় কেঁদে বলে মন—
হারালাম যাকে তেমনটি বুঝি পাবে না কো আর ফিরিয়া।

সে-প্রীতি, সে-গীতি স্মৃতিতে মিলায় শুধু তারি মৃদু আভাসে
অবুঝ বেদন-চঞ্চলতায় মন কাঁদে যবে হুতাশে,
সে-ব্যথা হৃদয়-বীণাতন্ত্রীতে
ঝঙ্কিয়া ওঠে শত সঙ্গীতে
পাওয়া, না-পাওয়ার দ্যুলোক ভূলোক মুখরি সুরের উছাসে।

শুকায় শোকের বন্যার জল খর রবি-কর-দহনে,
দুই তীরে শুধু আঁকা রয় দাগ সত্য মিলায় স্বপনে।

মেঘলেশহীন আলোক-ধারায়
রামধনুরাগ আকাশে মিলায়,
যে ছিল জীবনে ঘুমে জাগরণে, সে মিলায় শুধু স্মরণে।

কে আপন পর বুঝি নে, যে জন স্বেচ্ছায় আসে দুয়ারে,
তাকেই আপন ভেবে ডেকে নিই সাদরে কুটির মাঝারে;
যাবার যে যায় চলে খুশী প্রাণে,
টানি নে কাউকে কভু পিছু টানে,
যে কদিন যার ভাল লাগে থাকে, ভালবেসে যাই তাহারে।

মনের লীলার ভাব বোঝা ভার, কে জানে কখন কী করে।
এক জন গেলে আর এক জনেরে বরে নিতে কভু না ডরে।
তবু সেই এক অতি চুপে চুপে
বহুর আকারে আসে নানা রূপে,
মন চিনে নেয় মনের মানুষ প্রথম নয়ন গোচরে।

যে-গান তোমার সাগরে আমার তুলেছিল ভাব-লহরী,
তুমি ভুলে গেছ সে-গান গাইতে বল আমি তার কী করি।
আমি দিয়েছিনু তোমারে যে-মন,
সে আজ আমার মানে না শাসন,
বিদায় নিয়েছে ভীরু-হতাশায় প্রথম প্রেমের প্রহরী।

পণ্য যা ছিল সবি আছে ঠিক, নেই সে সাধের বিপণি;
ধারা আছে ঠিক যেমনটি ছিল, নেই সে ধ্যানের ধরণী।
সে-তুমি এ-তুমি দুজনের মাঝে
মনে হয় কোথা অমিল বিরাজে,
অথবা তুমি যা ছিলে তাই আছ, নেই সে আমার চাহনি।

'কথা-সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩৫৮]

চিঠি

তোমার হাতের লেখা তুলে-রাখা চিঠি সাতখানি
মাঝে মাঝে অবসরে চুপি চুপি বাক্স হতে আনি
নিরালা নিষুতি রাতে সবগুলি পড়ি একে একে
প্রেমের গল্পের মত প্রতি ছত্র—সারা শুরু থেকে।

নতুন কিছুই নয়,—সেকালের কাহিনীর পর
একালের প্রাণশিল্পী দুজনের রক্তাক্ত স্বাক্ষর,
মনে মনে মানি যাকে তাকে নিয়ে বাঁচবার সাধ,
নিষ্প্রাণ প্রথার 'পরে প্রাণের প্রবল প্রতিবাদ।

যত পড়ি মনে হয় এভাবে ভাবি নি আর আগে,
পুরানো কথার বুকে নতুন ভাবের ঢেউ জাগে ;
অপার-ইশারা-ভরা এলোমেলো কথার কাকলি।
মুহূর্তে মুখর করে মনের নিভৃত অলিগলি।

সহসা নিজের মাঝে খুঁজে পাই নতুন মানুষ,—
না পেলে নারীর প্রীতি ব্যর্থ হয় প্রবল পৌরুষ ;
মাটির হৃদয়-রসে বঞ্চিত যে তরুটির মূল
ফোটাতে সে পারে নাকো কখনো আকাশে রাঙা ফুল।

তোমার আমার মাঝে চিরতরে রচেছে আড়াল
পুরানো এ সমাজের কুপ্রথার পুঞ্জিত জঞ্জাল ;
অধরের কাছে এসে পানপাত্র ভেঙে হ'ল চুর,
গান গেল শেষ হয়ে ভাল ক'রে না জমাতে সুর।

চির আঁধারের দেশে মিছে নয় আলেয়ার আলো,
ভাল না বাসার চেয়ে ভালবেসে হারানোও ভাল।

'কথা-সাহিত্য', ফাল্গুন ১৩৫৮]

বাদল-ব্যথা

বাজছে আকাশে মেঘ-মাদলা,
মেতেছে বরষা-ঘন বাদলা ;
রাতের আঁধার চিরে
চপলা চমকে ধীরে,
আবেশ ঘনায় দুটি চক্ষে
জাগিয়ে দুরাশা-নেশা বক্ষে।

এ কথা কি মনে কভু হয় না
ভালবাসা—দূরে-থাকা সয় না ?
এস কাছে, আরো কাছে,
কব যা বলার আছে,
উথলে গানের আজ ঝরনা,
ওগো কালোকেশী মেঘ-বর্ণা !

যত কাজ প'ড়ে আজ থাক্ না,
মেঘে মেঘে বাজে শাঁখ-বাজনা ;
চাইতে যা লাগে লাজ
চুপি চুপি চাব আজ,
কাঁপে বুক দুরু দুরু ছন্দে
কতদিন থাকা যায় দ্বন্দ্বে ?

শ্যামলী, কী হ'ল, কথা কও না ?
না দাও, যা দিই তুলে লও না।
মিলন-মাতাল ক্ষণ
হয়ে গেলে সমাপন,

সে-মাধুরী আর তাতে রয় না ;
হারায় যা ফিরে আর হয় না।

তোমাতে আমাতে আজ ভেদ না,
আনন্দে যাক ডুবে বেদনা ;
আশা ও নিরাশা ঘন
মিলন-পিয়াসী মন—
তাকে ভরা বাদলের রাত্রি
ক্ষণিকের হোক বরদাত্রী।

'কথাসাহিত্য', শ্রাবণ ১৩৫৯]

জীবন-বেদ

পুরুষ ও নারী এক না কখনো, এ দুয়ে অনেক ভেদ ;
করব রচনা পুরুষ-নারীর যুগ্ম জীবন-বেদ।
পুরুষ যখন ধরণীতে এল তখন ছিল না নারী,
ছিল নাকো তার সংসার-জ্বালা,—একাকী সে পথচারী।
দোসরবিহীন ধূসর জীবন উষর মরুর প্রায়
পুরুষ যেদিন বুঝল মর্মে সানন্দ বেদনায়,
বিধির সৃষ্টি আদিম পুরুষ পূর্ণ স্বয়ম্ভর
গড়ল নারীকে ভেঙে ভেঙে নিজ বক্ষের পঞ্জর।
একক পুরুষ দুই ভাগ হয়ে হ'ল নর আর নারী ;
পুরুষ,—সে হ'ল বৈরাগী আর নারী হ'ল সংসারী।
ধরার ধূলায় নারীর সৃষ্টি পুরুষের প্রয়োজনে,—
কথায় না হোক, প্রতি কাজে নারী এ কথাটি মানে মনে।
পুরুষের চোখে সুন্দর হতে যত আয়োজন তার—
দেহ-সজ্জাকে ঘিরে তাই শোভে লজ্জা-অলঙ্কার।
ভোগ ঘিরে শুধু নারীর কামনা ঘুরে মরে নানা ছলে,
নরের সাধনা শুরু হয় এসে ত্যাগের দেউলতলে।
পুরুষ ছড়ায়, নারী তা কুড়ায়, নর কাছে নারী ঋণী,
আকাশের কাছে ধরণী নিত্য আলোকের কাঙালিনী।
উদাসী আকাশ করে বারি দান খেয়ালী পুলকে মেতে,
সাবধানী মাটি তাই শুষে নিয়ে ফসল ফলায় ক্ষেতে।
পুরুষ সৃষ্টি, পুরুষ প্রলয়, পুরুষ আকাশচারী,
নারীর মায়ায় স্বভাগ-বিরাগী নর সাজে সংসারী।
পুরুষ সবল, তাই সে মানে না আইনের শৃঙ্খল,
নারী দুর্বলা, কাজে ও কথায় পদে পদে তার ছল।
নারীকে না হ'লে চলে পুরুষের, আরো আছে কাজ তার,
পুরুষ না পেলে নারীর জীবনে দীনতার হাহাকার।

নারীর স্বপ্ন—স্নেহ-প্রেম-ঘেরা ছোট এক সংসার,
পুরুষের বুকে মরণ-বিজয়ী দিগ্বিজয়ের ভার।
পুরুষ চায় না কারো মুখপানে, নারী চায় নির্ভর,
প্রেমে প'ড়ে তাই ঘর ভাঙে নর, নারী বেঁধে তোলে ঘর।
পুরুষ ছুটেছে বিশ্বজয়ের দুরন্ত অভিযানে,
চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে নারী তাকে পিছু টানে।

'বঙ্গশ্রী', শ্রাবণ ১৩৫৯]

বেনামী চিঠি

তুমি ছিলে আমাদেরই আপনার জন,
একান্ত কাছের লোক, দুঃখে সুখে মিত্র সারাক্ষণ।
মাটির উপরে তুলে ছোট চালাঘর
নিভৃতে করেছ বাস, ছিল নাকো কোন আড়ম্বর।
অন্তরে মমতা নিয়ে, নিয়ে ভালবাসা
আর নিয়ে অন্তহীন আশা,

মাটির উপরে পেতে কান
শুনেছ রাখালী সুরে প্রান্তরের প্রাণ-কাড়া গান।
সমাজে পীড়িত যারা, যারা অনাদৃত,
বঞ্চিত, লাঞ্ছিত যারা, বেঁচে থেকে প্রায় যারা মৃত,
সেই সব অগণ্যের বাণী অকথিত
তোমার দরদী কণ্ঠে এতকাল হয়েছে সংগীত।
আজন্ম সে বন্ধুদের আজ তুমি ছেড়ে গেলে চ'লে ;
এতদিন ছিলে ধ্বনি, আজ হতে প্রতিধ্বনি হ'লে।

ক্ষমা ক'রো মনে মনে।
ক্ষমতার রণাঙ্গনে
বাক্‌যুদ্ধে বিরোধীরা ভণ্ড বলে করে যবে হেয়,
হে শ্রদ্ধেয়,
কঠিন আঘাত যত সে অপমানের
অর্ধেক তোমাকে বিঁধে, বাকিটুকু বিঁধে আমাদের।
হয়তো তোমার কাছে আমাদের ফুরিয়েছে দাবি,
আমরা চোখের জলে এখনো তোমার কথা ভাবি।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৫৯]

উপরতলার লীলা

বড় বাড়িটার মালিক বদল হ'ল।
পুরানো মালিক ঘর ছেড়ে গেল, তার জায়গায় এসে
উপরতলায় আস্তানা নিল নতুন মালিকদল।
নীচের তলার পুরানো ভাড়াটে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে—
বহুকালব্যাপী উৎপীড়নের হ'ল বুঝি অবসান;
পুলকে তাদের বিনিদ্র রাত্তি কাটে।
নোনা-ধরা ভিত, চুন-বালি-খসা স্যাঁতসেঁতে এঁদো ঘর,
সূর্যের আলো প্রবেশ করে না পথ ভুলে কোনদিন,
দিনগত পাপক্ষয়কারী সব আধা মানুষের দল
তারই মাঝে বাস করছে আজকে দু-তিন পুরুষ ধ'রে।
কখন আকাশে চাঁদ ওঠে আর কখন সে যায় ডুবে,
কবে কোন্ তিথি দোরে এসে গেল চ'লে,
ইটের গারদে নজরবন্দী কে রাখে বা তার খোঁজ।
পক্ষপাতিনী প্রকৃতিও যেন আলো, জল, হাওয়া তার
বেশী দাম পেয়ে বেচে ফেলে সব উপরতলার কাছে।

আসবার আগে নতুন মালিক দিয়েছে প্রতিশ্রুতি—
নীচের তলার মেরামত ক'রে চেহারা পালটে দেবে।
নলকূপ দেবে দু-তিনটে আর কুলুঙ্গিগুলো ভেঙে
প্রতি ঘরে আরও অন্তত দুটো জানালা বাড়িয়ে দেবে,
নোনা-ধরা ভিত সংস্কারান্তে করে দেবে চুনকাম।

দেখতে দেখতে বৎসর যায় কেটে
উপরের দিকে চেয়ে থাকে যত নীচের বাসিন্দারা।
নীচের তলার মাথায় দাঁড়িয়ে সূর্যের সাথে মিত্রতা করে ওরা;
ভোরের আলোর ঝিরঝিরে হাওয়াটুকু
পাঠায় আকাশ ওদের আগুনে গোপনে অন্ধকারে।

প্রতিটি ঋতুর বর্ণের ডালি পায় উপঢৌকন,—
প্রকৃতিরে ওরা টাকায় করেছে বশ।

নীচের তলায় একই ভাবে দিন কাটে ;
উপরতলার ভুয়ো আশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়।
বৎসরান্তে আসে শুধু ভাড়াবৃদ্ধির জোর দাবি।
প্রতিকার খুঁজে ফেরে মনে মনে নীচের বাসিন্দারা—
উপরতলা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচের তলার 'পরে,
এ কথা ভুলেছে ওরা,
মাটির রাজ্যে থেকে ওরা তাই মাটিকে ব্যঙ্গ করে।
ভেবে ভেবে করে ঠিক—
আলো-হাওয়াহীন বন্ধ কারায় বাস করবার চেয়ে
গাছতলাতেও আশ্রয় নেয়া ভাল।
বাঁচবার নামে তিলে তিলে মরা প্রাণের ধর্ম নয়।
নোনা-ধরা ভিত ওরা নিজে আর করবে না সংস্কার।
ধরুক ফাটল দেয়ালে দেয়ালে, গাছ হোক কার্নিসে,
যাক ভিত ধ'সে, কিছু নাহি যায়-আসে ;
উপরতলায় আকাশকুসুম কী ক'রে আপনি ফোটে—
না দেখে এবার ছাড়বে না আর ওরা।

'জয়শ্রী', শারদীয়া ১৩৫৯]

কাহিনী

বহুদিন এই আশা গুঞ্জরি ফিরেছে মনে মনে
একবার দেখা পাব কোনদিন কোন শুভক্ষণে।
যা কিছু না-বলা কথা জ'মে আছে মনের অতলে—
চুপি চুপি সব ব'লে তারপর দূরে যাব চ'লে।

সে-ক্ষণ এল না কাছে, সে-কথা হ'ল না বলা আর,
মর্মের শ্মশানভূমে সে মানসী প্রতিমা আমার
পুড়ে পুড়ে ভস্ম হ'ল। সে-ভস্ম ভূষণ ক'রে আজ
নিয়েছি সর্বাঙ্গে আমি আত্মভোলা বৈরাগীর সাজ।

আমরা দুজনে মিলে করেছিনু কী মহাশপথ,
দেখেছিনু কল্পনায় কী উজ্জ্বল দূর ভবিষ্যৎ,
সে-কাহিনী র'য়ে গেল মনের আকাশে অগোচরে
অস্পষ্ট ভাষায় লেখা কম্পমান তারার অক্ষরে।

সে-পথে পড়েছে কাঁটা—ফিরে যাব কেউ কারো নীড়ে,
আজকে হারিয়ে গেছি দুজনেই জনতার ভিড়ে।

'বঙ্গশ্রী', আশ্বিন ১৩৫৯]

বাসন্তিকা

সেদিনও এমনি ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা।
ফাল্গুনের শেষ হয়ে আসে,
বাতাবীফুলের গন্ধে বাতাস উতলা,
সাদা সাদা ভাঁটিফুলে ভ'রে গেছে মাঠ ;
আমের বোলের 'পরে গুঞ্জরে ভ্রমর,
দূরে ডাকে বসন্ত-কোকিল।
তুমি আর আমি—
পাশাপাশি বসেছি দুজনে।
আকাশে রূপসী তন্বী ষোড়শী চন্দ্রিকা,
নীচে তুমি স্বপন-সঙ্গিনী।
যৌবনের উদ্দাম আবেগে
সহসা দুজনে হ'ল মন দেয়া-নেয়া ;
স্বর্গ এসে ধরা দিল দুজনের কম-কল্পনায়।

তার পর এলে ঘরে সমাজের ছাড়পত্র নিয়ে,—
সে-ও এক বাসন্তী নিশায়।
চির-অন্ধকার ঘরে হ'ল দীপ জ্বালা।
মিলনের স্বপ্ন-রাঙা দুয়েক বছর
নিশ্চিন্ত আনন্দে গেল কেটে ;
তার পরে দেখা দিল কঠিন বাস্তব।
নির্মম সংঘাতে তার বারংবার স্বপ্ন গেল ভেঙে,
আরামের সহচরী হ'লে শেষে সংগ্রামে সঙ্গিনী।
দিবসের খররৌদ্র লেগে
রজনীগন্ধার কলি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল।
কত ব্যর্থ পূর্ণিমা-রজনী
দোরে এসে ডেকে ডেকে ফিরে ফিরে গেল।

আবার এসেছে আজ বাসন্তী পূর্ণিমা।
শীর্ণ দেহে দীর্ণ মনে শুয়ে তুমি রোগ-শয্যা 'পরে,
ম্লান মুখে পাশে ব'সে হতবাক্ আমি।
তারুণ্যের লাবণ্য-সম্ভার
কোনদিন ঐ দেহে তুলেছিল রূপের জোয়ার
সে-কথা পড়ে না মনে।
বেঁচে থেকে নই আজ বাঁচাদের দলে।
তুমি আমি আজ ইতিহাস,
ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-বুকে বিধাতার মূর্ত পরিহাস।

'কথা-সাহিত্য', চৈত্র ১৩৫৯]

মরিতে চাহি না আমি

আমারও তোমার মত ইচ্ছা করে উচ্চে উঠি গেয়ে
বারংবার—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে ;
দুরন্ত দুরাশা জাগে আমারও সমস্ত প্রাণ ছেয়ে—
আমার মনের ছোঁয়া রেখে যাই সকলের মনে।

রূপ-রস-গন্ধ-ভরা মোহিনী এ ধরণীর পানে
বিস্ময়ে অবাক হয়ে যতবার মুখ তুলে চাই,
আরো কিছুদিন বেঁচে যত ভালবাসা আছে প্রাণে
নির্ভয়ে নিঃশেষ ক'রে, মনে হয়, ভালবেসে যাই !

বহু বাসনার অণুকণিকার বিচিত্র বিন্যাসে
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা তিলোত্তমা সম এ জীবন ;
কখনো প্রকাশ তার উচ্ছ্বাসে, কখনো দীর্ঘশ্বাসে,
বাসনার লীলাখেলা থেমে গেলে সেই তো মরণ।

ফুলে যত মধু আছে, নারী-মনে আছে যে মাধুরী,
যে-সুধা-মদিরা ঢালে চৈত্র-রাতে কোকিলের গান,
মাটিতে যা কিছু খাঁটি—মনে হয় সব করি চুরি,
বিদায় নেবার আগে কণ্ঠ ভ'রে ক'রে যাই পান।

'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' মনোরথ ছন্নছাড়াদের,
অন্নচিন্তা চমৎকারা—উদয়াস্ত প্রাণান্ত সংগ্রাম ;
ঘরে এসে দেখি যেই বাসি মুখ আপন জনের
লজ্জায় লুকায় মুখ জীবনের বাসনা উদ্দাম।

তখন কবির কণ্ঠে দার্শনিক ক'য়ে ওঠে কথা,
মরণেরে মনে করি জীবনের সোদর সমান ;
সজোর যুক্তির জালে ঢেকে ফেলি যা কিছু ব্যর্থতা ;
ধন্য ধন্য করে লোকে, আমি পাই মহা পরিত্রাণ।

'বসুমতী', চৈত্র ১৩৫৯]

সাধের সন্ধ্যা

বহুদিন পরে

মাটির মরমী ছোঁয়া পেলাম অন্তরে।

ইঁট-কাঠ-লোহা-ঘেরা নগরীর রুদ্ধ কারাগারে

কোনমতে প্রাণ নিয়ে বন্দী হয়ে থাকি এক ধারে।

বঞ্চনা সঙ্কোচ স'য়ে, লোকলাজ সযত্নে সংবরি

নিয়মিত দিনগত পাপক্ষয় করি।

কবে কোন্ তিথি আসে, কোন্ ঋতু এসে চ'লে যায়,

মনে তা পাই নে টের, লেখা থাকে পাঁজির পাতায়।

তাই তো যা কিছু দেখি, মনে হয়—আহা, কি সুন্দর।

দু পাশের গাছপালা, পথঘাট, চাষীদের ঘর।

উপরে উদার নীল নিঃসীম আকাশ,

প্রান্তরের বুক জুড়ে নীচে কচি ঘাস;

আমন ধানের গাছ,

তাদের সোনালী শীষে বাতাসের নাচ,

বাবুইপাখির ভিড় দেখে তার ফাঁকে

হাতের পাঁচনি তুলে বৃদ্ধ চাষী ছেলেদের ডাকে।

রাখালেরা ঘরে ফেরে দিনশেষে ধেনুদল সাথে,

বৈকালী রোদ্দুর নামে গ্রাম্য কুটিরের আঙিনাতে।

বেলা যায়, চারি দিক অন্ধকারে হয়ে ওঠে হারা,

ঘরে জ্বলে সন্ধ্যা-দীপ, আকাশে অগণ্য ম্লান তারা;

মৃদঙ্গ-খঞ্জরী-রোলে কীর্তনের সুর ভেসে আসে;

অদূরে প্রহর ঘোষে শিবাদল মনের উল্লাসে।

দেখা দেয় নীলাকাশে ধীরে শুক্লা-পঞ্চমীর চাঁদ—

পথ চলি, দেখি, শুনি মিটিয়ে মনের যত সাধ।

হয়তো এমন সন্ধ্যা এ জীবনে আসবে না আর,

মন বলে—খুলে দাও, খুলে দাও যত রুদ্ধ দ্বার।

'শনিবারের চিঠি', চৈত্র ১৩৫৯]

সমুদ্র-দর্শনে

হে সমুদ্র, হে স্বয়ম্ভু, হে মোহন ভীষণ সুন্দর,
বসে ব'সে তব উপকূলে
যত দেখি মুগ্ধ চোখে ও অনিন্দ্য রূপ মনোহর,
সংসারের কথা যাই ভুলে।
রসিক দাদুর মত ঊর্মি-বাহু বাড়িয়ে আদরে
অকৃত্রিম আলিঙ্গনে বারংবার কাছে টান মোরে
নিয়ে তব সস্নেহ সখ্যতা ;
তোমার রক্তের কণা ফিরে ফিরে দুর্নিবার টানে
রক্তে মোর ক'য়ে ওঠে কথা।

•

ঊর্ধ্বে নীলাকাশ, নিম্নে সীমাহীন বালুবেলাভূমি,
মাঝখানে তব সিংহাসন,
অদূরে বিরাজ করে তোমার আসন-প্রান্ত চুমি
সংসারের উৎসব-প্রাঙ্গণ।
দু দিনের খেলাঘরে হারজিত নিয়ে মাতামাতি,
কাল যে কে রবে বেঁচে ভোর হ'লে আজিকার রাতি,
কেউ তা জানে না ভাল করে,
তবু চলে মহানন্দে নিত্য নব মহা দুরাশার
অভিনয় প্রতি ঘরে ঘরে।

অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে তোমার সম্মুখে অহরহ
একই খেলা চলছে নিয়ত ;
সবই দেখ দুটি চোখে, তবু কোনো কথাটি না কহ
হে গম্ভীর, হে বাক্-সংযত।

কত রাজ্য রাজন্যের যুগে যুগে হ'ল অভ্যুত্থান,
কত সভ্যতার চিহ্ন চিরতরে হ'ল অবসান,
মরলোকে তুমি মৃত্যুঞ্জয় ;
মহা প্রলয়ের মাঝে তুমি একা স্থিতি মূর্তিমান,
কোনকালে নেই তব ক্ষয়।

দেখি নি তোমাকে যবে, লোকমুখে শুনেছি তখন—
তুমি নাকি দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়,
দেখে আজ মনে হ'ল হে বিরাট, হে চিরযুবন্,
একেবারে মিথ্যা কথা নয়।
তোমাকে যায় না বাঁধা লোকায়ত্ত জ্ঞানের শাসনে,
চির অধিষ্ঠান তব লোকোত্তর ধ্যানের আসনে
মূক যেথা মানুষের কথা ;
তোমাকে প্রকাশ করি—সে ভাষা আমার জানা নেই,
জানি আমি আমার দীনতা।

সৃষ্টির প্রথম প্রাতে যে তারুণ্য ছিল দেহে মনে—
আজো তা তেমনি উচ্ছ্বসিত ;
বার্ধক্যের লোল-রেখা ললাটে বা অধরের কোণে
মহাকাল করে নি অঙ্কিত।
সেই হাসি, সে চাঞ্চল্য, অঙ্গে অঙ্গে সেই প্রাণোল্লাস,
সবুজ মনের মাঝে সে অবুঝ তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
এখনো রয়েছে বেগবান,
ভাঙা-গড়া, সে তোমার শ্রান্তিহীন সৃজন-বিলাস,
নেই আদি, নেই অবসান।

এখনো পূর্ণিমা রাতে তন্বী পঞ্চদশী চন্দ্রিকারে
দেখলে সহসা অনুরাগে
গোপনে মনের কোণে চরম দুরাশা উঁকি মারে,
সবেদন চঞ্চলতা জাগে।
নূতনের নেশা লেগে বুকে জাগে বাসনা-জোয়ার,
কত ভুলে-যাওয়া কথা অবিরাম করে তোলপাড়
মেঘমন্দ্রমুখর ভাষায়;
উপকূল অতিক্রমি সে-ভাষা উপলদলে লেগে
ভেঙে পড়ে গানের বন্যায়।

এই ভাবে বর্ষ যাবে, কত যুগ হয়ে যাবে পার,
শেষে মহাপ্রলয়ের দিন
মোদের ধরিত্রী-মাতা, আদরিণী দুহিতা তোমার—
সে-ও হবে তব দেহে লীন।
অনাগত সন্তানের সবেদন জন্মের প্রার্থনা
জাগাবে তোমার রক্তে সৃজনের নব উত্তেজনা
যুগান্তের তামসী নিশায়;
পুরানো বিদায় নেবে নূতনেরে ছেড়ে দিয়ে ঠাঁই—
বিধাতার এই অভিপ্রায়।

'শনিবারের চিঠি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০]

স্বপ্ন

আমি স্বপ্ন দেখি ব'সে সেই ভারতের,
অনাগত সে শুভদিনের
যেদিন ভারতবর্ষ আত্মমহিমায়
বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দেখা দেবে জগৎ-সভায়।
ভাষা ও ধর্মের বাধা প্রতি পদে তার,
মর্মে মর্মে করবে না বিদ্বেষের বিষের সঞ্চার।
বণিকের অর্থতৃষা, ধনিকের অলস খেয়াল
জ্বালাবে না চারিদিকে অশান্তির লেলিহ মশাল।
রবে না বিরাট ধনী, রবে না নির্ধন,
সমাজের অন্তঃপুরে ভূরিভোজ আর অনশন
পাশাপাশি এক সাথে পাবে না আশ্রয়।
সর্ববিধ বঞ্চনায় তিলে তিলে জীবনের ক্ষয়
সেদিন নির্বাক হয়ে সবে না সমাজ,
সে পাবে সেখানে ঠাঁই যার যেথা কাজ।
কাঞ্চনে যাবে না কেনা কামিনী-হৃদয়;
সুধা-বিষে মিশে প্রেম সুখে গাবে পৌরুষের জয়।
সেদিন হবে না কেউ ভিখারী দয়ার,
ভাগ্য-বিধাতার
অকারণ জয়গানে না হয়ে মুখর
বঞ্চিত মানুষ হবে আপনার শক্তিতে নির্ভর।
প্রভাতের মেঘ-ভাঙা রোদ্দুরের মত
পড়বে ছড়িয়ে হাসি ম্লানমুখে যত।
উচ্ছল সে প্রাণের উৎসবে
রবে না আপন পর, প্রেমের সৌরভে
আসবে ভারত-তীর্থে নানা লোক নানা দেশ হতে।
আনন্দের স্রোতে

ভেসে যাবে শতাব্দীর পুঞ্জিত জঞ্জাল,
নব জীবনের গানে প্রাণ পাবে শ্মশান-কঙ্কাল ;
সেদিন কবিরে স্মরি
ব'লে যাব—এ দেশে জনম যেন এ দেশেই মরি।

'বঙ্গশ্রী', শারদীয়া ১৩৬০]

আমি আছি

এ জীবনে যত কথা বলেছি ও যে কাজ করেছি
নানা ভাবে, নানা ছন্দে সুরে,
আমি আছি—এই কথা ঘুরে-ফিরে হয়েছে ধ্বনিত
সর্ব প্রয়াসের বুক জুড়ে।
যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়ে করলাম মাটিরে চুম্বন,
মর্মে গাঁথা হয়ে গেল আমার সে পুণ্য জন্মক্ষণ,
নব জাতকের কণ্ঠে অর্থহারা ক্রন্দনের সুরে
আমার সে প্রথম ঘোষণা :
জগতে সবাই জান—আমি আছি, আমি বেঁচে আছি,
একদিন হয়তো রবো না।

সে কণ্ঠ মুখর হ'ল দিনে দিনে তিল তিল ক'রে
এল কথা, এল সুর, গান ;
নানা কথা-কাহিনীতে আপনার বিচিত্র প্রকাশ
সেই হতে চলেছে সমান।
যখন উঠেছি রেগে, ভব্যতার ভেঙেছে আগল,
ভাষণ হয়েছে রূঢ়, রক্তস্রোত হয়েছে চঞ্চল,
তখনো কথায় কাজে ইঙ্গিতে যা করেছি ঘোষণা
মর্ম তার আর কিছু নয় ;
জগতে সবাই আছে, তার চেয়ে বড় সত্য এই—
আমি আছি, জয় মোর জয়।

যখন বিনয়ভরে মৃদুহাসে অতি মিষ্টভাষে
আলাপ করেছি কথা গুনে,
বাহবা দিয়েছে লোকে অহঙ্কারী নই আমি ব'লে
আমার সে শিষ্ট কথা শুনে।

নিরহঙ্কার আমি, সেই মোর বড় অহঙ্কার
সহসা মনের রাজ্য গোপনে করেছে অধিকার,
আনন্দে উঠেছি নেচে 'আমি আছি' এই কথা ভেবে,
মুখে কিছু করি নি প্রকাশ ;
জগতে এমন লোক লাখে নাকি একজন মেলে,
লোকে ব'লে উঠেছে—সাবাস্ !

সবারে বঞ্চিত ক'রে চিত্ত যবে করেছি সঞ্চিত,
পৈশাচিক দম্ভভরে নাচি,
আবার সর্বস্ব দানে রিক্ততারে করেছি ভূষণ,
সেখানেও সেই—আমি আছি ।
আমি আছি—এর চেয়ে দুনিয়ায় সত্য নেই কিছু,
সব কথা, সব কাজে ঘুরে মরি আপনারই পিছু,
পরার্থপরতা মোর সুচিন্তিত ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ
বৃহত্তর স্বার্থের আশায় ;
পরের ভালর মাঝে যেখানে নিজের ভাল নেই,
সেখানে আমার নেই সায় ।

'বসুমতী', শ্রাবণ ১৩৬০]

পূজা এল

একটি বছর পরে ঘুরে এল আবার আশ্বিন।
বিষণ্ণ বর্ষার শেষে শরতের সুপ্রসন্ন দিন
আশার আশ্বাস নিয়ে ফিরে এল বাঙালীর দোরে,
বাজাল বোধন-বাঁশী, যেমন সে বছরে বছরে
এসেছে গিয়েছে চ'লে গেয়ে গেয়ে আগমনী গান
তুলেছে বাঙালী-প্রাণে আনন্দের দুরন্ত তুফান
পূজার খবর এনে। পূজা এল, আনন্দ কোথায়?
ঘরে ঘরে শুধু দৈন্য, হাহাকার, দেহের ক্ষুধায়
বাঙালী মুমূর্ষু আজ; কারও মুখে নেই সেই হাসি,
নেই সে উচ্ছল মন উৎসবের আনন্দ-পিয়াসী।
নবপরিণীতা বধূ জিদ ধরে নতুন শাড়ির,
যত ছোট ছেলে মেয়ে, আত্মীয়েরা—সবাই বাড়ির
আশা ক'রে ব'সে আছে মনে মনে নতুন বসন,
বছরের ক'টি দিন বে-হিসাবী আনন্দে যাপন।
সারাটি বছর ধ'রে সয় যারা বঞ্চনা বেদনা,
উৎসব তাদেরি কাছে ক্ষণিকের মুক্তির কামনা।
ছোটদের ছোট দাবি, প্রিয়াকে প্রীতির উপহার,
তাও যদি নাই জোটে, মিছে তবে সুখের সংসার।
মুহূর্তে বিস্বাদ লাগে গ্লানিময় অক্ষম জীবন,
বাঙালী-মনের মাঝে তুলে বেদনার আলোড়ন
জাগে প্রশ্ন—সাধ্য যবে ধীরে ধীরে হয়ে আসে ক্ষীণ,
তখন আবার কেন ফিরে আসে আশার আশ্বিন?

'শনিবারের চিঠি', শারদীয় ১৩৬০]

চক্রান্ত

অহরহ দেখে শুনে এই দুনিয়ার হালচাল
মাঝে মাঝে ভাবি মনে বাড়াব না কথার জঞ্জাল।
তবুও মানে না মন,
কথা ব'লে উঠে দেখি, কান্না হয়ে উঠেছে কখন।

রয়েছে আমাকে ঘিরে হাসি-মাখা যত বাসী মুখ—
জীর্ণ মন, শীর্ণ দেহে প্রাণটুকু করে ধুক ধুক,
রসনায় লেগে আছে জীবনের লবণাক্ত স্বাদ,
তবু সাধ আছে বুকে, মুখে নেই কোনো প্রতিবাদ।

আজকে পৌরুষ নয় মানুষের ভাগ্যের দিশারী।
চোর, চাটুকার আর চোরাকারবারী
পেয়েছে বিধির-দেওয়া মহা অধিকার
মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করবার।
লালসার নির্লজ্জ লীলায়
সানন্দে পশ্চিম-পূব চুপি চুপি দু হাত মিলায়;
সাদা ও কালোর বাধা ক'রে দিয়ে দূর
হাসে আজ—স্বদেশী ঠাকুর আর বিদেশী কুকুর।
মুছে গেছে ভেদ-রেখা শাসকে শোষকে;
ধার্মিকে ও বকে
চলেছে গোপনে আজ শিকারের চক্রান্ত সমান।
এ মহা দুর্যোগ মাঝে নব জীবনের অভিযান
আনবে যে, যে জাগাবে বিপ্লবের ভাবের প্লাবন,
সে অনাগতের তরে ঘরে ঘরে পাতি সিংহাসন।

'ছাত্র-ছাত্রী', শারদীয় ১৩৬০]

আজব দেশ

কোথায় আছে স্বর্গ-নরক—পাশাপাশি সোদর সমান,
দানবেরা দেব্‌তা সাজে, দেব্‌তারা কেউ পাত্তা না পান ?
সঞ্জীবনী সুধার জোরে অসুর যত হয়ে অমর
নির্ভাবনায় নানান ভাবে অত্যাচারের বাড়ায় বহর ;
রোগে ওষুধ পথ্য বিনা দেব্‌তা কোথায় মরে রে ?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে।

কোন্‌ দেশেরি মানুষগুলো এমনিতর বদ্ধ পাগল,
মুখ বুজে মার হজম করে, সব রকমের আবোল-তাবোল ?
হাজার হাজার দোকান-ভরা নানান রকম দুধের খাবার,
মায়ের কোলে দুধ না পেয়ে কচি শিশুর জীবন কাবার,
খাদ্য ভেজাল, ওষুধ ভেজাল চলতে কোথায় পারে রে ?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে।

কোথায় আছে এমনি বিধান—হাতে মারার শাস্তি 'মরণ',
কায়দা ক'রে মারলে ভাতে সমাজে তার উচ্চ আসন ?
এমন সুযোগ কোথায় আছে—স্বদেশ-প্রেমের জুয়াখেলায়
তিনটে টুপি পকেটে যার আখেরে সেই আসর জমায়,
চোরের কথায় বড় গলা, জুয়াচোরের আদর রে ?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে।

কোন্‌ দেশেতে ঘরের মেয়ে পেটের দায়ে পথে দাঁড়ায়,
হাতে কিছু জমলে টাকা অকাজ কুকাজ সবই মানায় ?
অট্টালিকায় ভূরিভোজে কুকুরে পায় জামাই-আদর,
মানুষ থাকে অনাহারে পায়ে-চলা পথের উপর,
কথায় কথায় কপাল মানা, ভগবানের দোহাই রে ?
সে আমাদের আজব দেশ, আমাদেরি এ দেশ রে।

'বসুমতী', বৈশাখ ১৩৬১]

তুমি মোর কেউ নও

তুমি মোর কেউ নও, কোনদিন ছিলে না কিছুই,
ছিল না লোকের কাছে আমাদের কোন পরিচয়,
ব্যাধির করাল-গ্রাসে পড়েছিনু,—বিদেশ বিভুঁই,
তোমাদের স্নেহচ্ছায়ে পেয়েছিনু দুর্দিনে আশ্রয়।

তোমাদের স্নেহ-প্রীতি, তোমাদের সে মায়া মমতা,
আর্তের শুশ্রূষা তরে অকাতরে রাত্রি-জাগরণ,
মনে রবে চিরদিন তোমাদের সৌজন্য ভদ্রতা,
সকলের সাথে সেই হৃদয়ের অদৃশ্য বন্ধন।

হয়তো হবে না দেখা এ জীবনে আর কোনদিন,
স্তব্ধ হ'ল চিরতরে অন্তরের যা কিছু জিজ্ঞাসা ;
বারংবার মনে তবু জাগে এক প্রশ্ন সুকঠিন,
পাই নে সাহস ক'রে মুখ ফুটে প্রকাশের ভাষা।

বিদায় নিলাম যবে একে একে সকলের কাছে
দূর থেকে দেখে তুমি মুখখানি নীচু ক'রে নিলে ;
জানি নে তোমার মনে কী ছিল, এখনও কী যে আছে,
তবে কি এ আশ্রিতেরে মন-কোণে ঠাঁই দিয়েছিলে ?

'শনিবারের চিঠি', শারদীয়া ১৩৬১]

দাও ফিরে সে অরণ্য

আজ বুঝি মর্মে মর্মে, কবি, তুমি কেন বলেছিলে
অতি দুঃখে—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর',
কী ক্ষোভে, কী বেদনায় অকপটে তুমি হেনেছিলে
কঠিন বিদ্রূপ-বাণী এ কুটিল সভ্যতার 'পর।

এ সভ্যতা বণিকের, লালিত এ বঞ্চনার কোলে,
লোভের জঠরে জন্ম মুনাফার অন্ধ কারাগারে;
কণ্ঠে এর পীড়িতের, শোষিতের মুণ্ডমালা দোলে,
লোলজিহ্বা মেলে এ যে খোঁজে নিত্য নতুন শিকারে।

গহন অরণ্য মাঝে, অন্ধকার গুপ্ত গুহাঘরে
অসভ্য মানুষ যারা যাপে প্রায় পশুর জীবন,—
ভালমন্দ-হিতাহিত-জ্ঞান আছে তাদেরো অন্তরে,
সভ্য মানুষেরা তাকে বুদ্ধি দিয়ে করেছে বর্জন।

এ সভ্য সমাজে সেই সম্মানের তত অধিকারী,
যে যত মুনাফাবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারী।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৬১]

তোমার মরণ হ'ল

তোমার মরণ হ'ল চোখের সম্মুখে।
রোগে নয়, শোকে নয়,—ভোগ আর সঞ্চয়ের
কারা-অন্তরালে।
দেখেছি অনেক মৃত্যু এ জীবনে চোখের সম্মুখে,
বহু বিচ্ছেদের গান রচেছি গেয়েছি আমি নিজে,
আনন্দের সুধাপাত্র অধরের কাছাকাছি এসে
প'ড়ে যেতে দেখেছি অনেক।
দেখেছি রাতের কোলে তারার মরণ,
কোটি বুদ্বুদের মৃত্যু তরঙ্গিত সমুদ্রের বুকে,
দুখিনী মায়ের কোলে আদরের নাড়ী-ছেঁড়া ধন
এক ফোঁটা দুধ বিনে মরেছে অকালে।
দেখেছি এ সব তবু কাঁপে নি হৃদয়,
জল আসে নিকো চোখে, জাগে নি কখনো মনে
শ্মশান-বৈরাগ্য-ব্যথা।
তোমার মরণ কিন্তু সে মরণ নয়—
মনেরে না মেরে যাহা দেহ করে নাশ।
তাই এই মরণ তোমার
এনেছে নতুন শিক্ষা আমার জীবনে।
দরিদ্রের দুঃখ-জ্বালা, বঞ্চিতের বুকের বেদনা
জাগায় না সাড়া আর তোমার হৃদয়ে ;
দরিদ্রের কন্যা আজ ধনীর গৃহিণী।
সে-তুমি, এ-তুমি দুয়ে অনেক তফাত।
একদা আর্তের সেবা ব্রত ছিল জীবনে তোমার,
তুচ্ছ ছিল আত্মসুখ, স্বার্থের ভাবনা ;
আজ আচরণ তাই লাগে বিপরীত।
মরেছে তোমার মাঝে আমাদের মনের মানুষ,
মিছে আজ মনে মনে তার স্মৃতি-কঙ্কালের পূজা।

'যুগান্তর', শারদীয় ১৩৬২]

হয়তো জান না তুমি

হয়তো জান না তুমি, না-পাওয়া গো, আমার এ গান
তোমারি রচনা। তুমি সঞ্চার করেছ তাতে প্রাণ
আপনার প্রাণ দিয়ে। তাই তো সে চায় বারংবার
তোমাকে জানাতে চির-কৃতজ্ঞের মৌন নমস্কার।
তাই তো সে রোজ রাতে অকস্মাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে
শয্যা ছেড়ে চুপি চুপি মিটি মিটি তারার আলোকে
সুরের পুষ্পক রথে পাখা মেলে তোমারি সন্ধানে
পাগলের মত শুধু ছুটে চলে নিরুদ্দেশ পানে।
চারিধার সুপ্তিমগ্ন, অন্ধকারে ছেয়ে যায় সব,
জোনাকীর আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে ওঠে ঝিল্লীরব,
সেই সে নিশীথরাতে আধ-খোলা জানালার পাশে
পথ চেয়ে ব'সে থাকি—কখন সে ঘরে ফিরে আসে।

হয়তো জান না তুমি। সুযোগ যে নেই জানাবার;
মায়া-মরীচিকা তুমি, তোমার নাগাল পাওয়া ভার।
তৃষাতুর কত পান্থ তৃষাহরা সুধার সন্ধানে
চলেছে মিছিল ক'রে তোমা পানে দুর্নিবার টানে;
আমি সে পথের ধারে সকলের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে
দেখেছি সে লীলা। বামনের মত দু বাহু বাড়িয়ে
ধরতে যাই নি ছুটে ভুল ক'রে আকাশের চাঁদ,
অন্তরে পেয়েছি সঙ্গ, কল্পনায় আনন্দ অবাধ।
সে আনন্দ-মূর্ছনায় ধীরে ধীরে হয়েছে মুখর
আমার অলস দিন-রজনীর নির্বাক প্রহর;
ভাবের ভেলায় ভেসে সহসা এসেছে কণ্ঠে গান,
সে গানে দেখেছি চেয়ে তোমার বিদেহী অধিষ্ঠান।

'শনিবারের চিঠি', শারদীয় ১৩৬২]

নেতাজীর উদ্দেশে

তুমি যাবার আগে কিছু যাও নি ব'লে,
ফিরে আসবে ঘরে দেশ স্বাধীন হ'লে—
এই ভরসা নিয়ে আজ চৌদ্দ বছর
দিন গুনছি ব'সে মোরা অষ্ট প্রহর।
কত বর্ষা রাতি কত বসন্ত দিন
হ'ল দুরাশা নিয়ে দুঃস্বপ্নে বিলীন।
তুমি এলে না ঘরে ফিরে ঘরের ছেলে
দূরে রইলে আজো চ'লে সেই যে গেলে।
নানা দেশের লোকে বলে নানান কথা,
শুনে কঠিন বোঝা তার যথার্থতা।
তুমি থাকলে পরে আর ক'রো না দেরি,
এস এখুনি ছুটে হাতে বিজয়-ভেরী।
আজ বাংলা দেশের বুকে মহা দুর্দিন
তার গর্ব গেছে টুটে, আনন মলিন,
আধি-ব্যাধির চাপে সে যে অর্ধমৃতা,
দ্বিধা-দীর্ণ বুকে জ্বলে শোকের চিতা।
তার সন্তানেরা আজ জীবন্মৃত,
শুধু হিংসা-দ্বেষের বিষে জর্জরিত।
তার আশার মুকুল যায় অকালে মরে,
দেখে দু চোখ বেয়ে শুধু অশ্রু ঝরে।
আজ এমনি দিনে তুমি আবার ফিরে
এসে দাঁড়াও যদি তাকে আদরে ঘিরে,
যদি 'মা' ব'লে আবার পার ডাকতে তারে
তবে হয়তো সে ফের বেঁচে উঠতে পারে।

'জয়শ্রী', শারদীয় ১৩৬২]

ছবি

এ নয় শুধুই স্বপ্ন—কল্পনার ইন্দ্রজালে বোনা,
এ নয় আশার মোহে অকারণ প্রহর গণনা,
নয় এ তো অক্ষমের অকথিত আশা,
তাও নয়, লোকে যাকে বলে—ভালবাসা।
উজলি স্মৃতির গুহা আলোক-আভায়
বিজলি-চমক সম মাঝে মাঝে মনে প'ড়ে যায়
বিধির তুলিতে আঁকা একখানি ছবি,
নিখুঁত রেখায় রঙে,—সে এক মানবী।
মনোলীনা তার সে সুষমা—
সহজে বর্ণনা দিতে হার মানে কবির উপমা।

সর্বাঙ্গে সোনালী আভা, চঞ্চল দৃষ্টিতে
সৃষ্টির আকৃতি যেন মুক্তি মাগে আকারে ইঙ্গিতে।
ললাটে কুঞ্চিত রেখা—
সন্থ ব্যর্থ বসন্তের বেদনার ইতিহাস লেখা।
অকারণে উচ্ছ্বসিত হাস
কখনো আশ্বাস আনে, কখনো সন্ত্রাস।
তারুণ্যের বন্যাবেগে তার তনু-তটিনী উচ্ছল,
কূলের বাঁধন ভেঙে ফুলে ওঠে জল।
দিশাহারা যে-পথিক অন্ধকারে পথ হেঁটে চলে
তরঙ্গের কলতানে তাকে যেন ডেকে ডেকে বলে—
এখানে আমার কোলে অনন্ত বিশ্রাম,
অশান্তির শান্তি আছে, মৃত্যুর আরাম।

'কথা-সাহিত্য', মাঘ ১৩৬২]

ইশারা

উড়ে এসে জুড়ে বসে চ'লে যায় মেঘ,
আকাশেরে দিয়ে যায় আলোর আবেগ।

*

গান নয়, মান নয়, নয় নাম-যশ,
প্রাণ খোঁজে ঘুরে ফিরে প্রাণের পরশ।

*

আরো ভাল ক'রে যাকে গ'ড়ে নিতে চাই,
তাকে শুধু হাসাই নে, বেশীই কাঁদাই।

*

ফিরে পাবার আশায় যা দিই—
দেয়া-ই সে তো নয়,
দিয়েই খুশী হই যেখানে
সেই দেয়াটি রয়।

*

জীবন চলেছে মরণের অভিযানে,
মরণ মেতেছে নব জীবনের গানে।

*

চেয়ে চেয়ে পাই নে যা, তাই ফিরে চাই,
সহজে যা পাই সেটা সহজে হারাই।

*

মনে এক, মুখে আর, কাজে মিল নাই,
ধন মান যাই থাক্, কু-লোক তারাই।
মনে মুখে কাজে যার চিরকাল মিল,
সৎলোক ব'লে তাকে প্রণমে নিখিল।

*

মনের মত কইলে কথা সবাই ভাল বলে,
কথার মত কইলে কথা এড়িয়ে তাকে চলে।

*

ভাবে কম, বলে বেশী,—সে জন বাচাল,
কথা তার কথা নয়,—কথার জঞ্জাল।

*

সংযমহীন শক্তি,—সে সে যেন নিলাজ স্বেচ্ছাচার,
বাইরেই তার হুঙ্কার শুধু, অন্তরে হাহাকার।

*

গতি ও বাধার মাঝে বাধে যবে দ্বন্দ্ব,
তখনি জনম নেয় নূতন মহা-ছন্দ।

*

ধন-লোভ ধ্যানে যার মন-ক্ষোভ তার
রাজার মানিক পেয়ে নয় মিটবার।

*

দুর্জন গোপন করে আপনার দোষ,
সজ্জন স্বীকার ক'রে লভে সন্তোষ।

*

নাম-নাম করে যে, সে পায় নাকো নাম ;
কাজ করে খুশী যে, সে পায় তার দাম।

*

ময়না পাখীও করে 'রাধা-কৃষ্ণ' নাম,
বুঝে তা বলে না তাই নেই তার দাম।

*

নিজের ছেলেকে ভালবাসে যে মা,
সবটুকু মা সে না।
পরের ছেলেকে নিজের করে যে,
ছনিয়ার সে-ই মা।

*

প্রাণ নিয়ে খেলা করে নাম তার ডাক্তার,
মান নিয়ে খেলা করে নাম তার মোক্তার।

*

তারা-ভরা আকাশ পানে চেয়ে যে জন হয় নি বিমন,
ফাগুন মাসের আগুন হাওয়ায় ভুল করে নি কাজে যে জন,
দেশের ছুখে, দশের ব্যথায় কখনো যার কাঁদে নি প্রাণ,
তোমায় তারা কেমন ক'রে চিনিবে বল হে ভগবান।